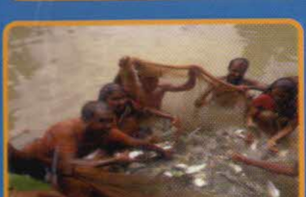

২০১৪-১৫ অর্থ বছরের

বার্ষিক প্রতিবেদন

সোসিও ইকোনমিক ব্যাকিং এসোসিয়েশন (সেবা)

Socio Economic Backing Association (SEBA)

২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের

বার্ষিক প্রতিবেদন

সংকলন ও সম্পাদনায়
এইচআরডি (প্রকাশনা বিভাগ)
সেবা, টাঙ্গাইল।

সহযোগিতায় ঃ
প্রতিষ্ঠানের সকল বিভাগ।

কম্পোজ, প্রচ্ছদ ও ডিজাইন ঃ
কম্পিউটার বিভাগ, সেবা, টাঙ্গাইল।

প্রতিবেদনের সময়কাল ঃ
জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০১৫

প্রকাশকাল ঃ
জুলাই, ২০১৫

সার্বিক তত্ত্বাবধানে ঃ
মোঃ রিয়াজ আহম্মেদ লিটন
নির্বাহী পরিচালক

সোসিও ইকোনমিক ব্যাকিং এসোসিয়েশন (সেবা)
বিশ্বাস বেতকা, ময়মনসিংহ রোড, টাঙ্গাইল।
ফোন ঃ ০৯২১-৫১৬০২, ৬২৯৮৮
ই-মেইলঃ seba.tangail@yahoo.com
ওয়েব সাইট ঃ www.seba-bd.com

ভিশন ঃ

দারিদ্র মুক্ত সুখি ও সমৃদ্ধশালী সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

মিশন ঃ

সমাজ থেকে দারিদ্রতার প্রভাবকে কমিয়ে আনার জন্য ক্ষুদ্রঋণ, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ, স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি ও গণসচেতনতা কর্মসূচির মাধ্যমে দরিদ্র অসহায় পিছিয়েপড়া মানুষের মাঝে কারিগরি ও অর্থনৈতিক সেবা প্রদান করা।

উদ্দেশ্য ঃ

- নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়নে আয়বর্ধনমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা।
- দক্ষ মানব সম্পদ গড়ার লক্ষ্যে কর্মী ও সদস্যদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা।
- স্বাস্থ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা।
- দরিদ্র মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে আর্থিক সেবা প্রদান।
- শিশু শিক্ষা নিশ্চিত করণে প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প গ্রহণ করা।
- পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গণসচেতনতা বৃদ্ধি করা।
- তাঁত শিল্প তথা তাঁতী সম্প্রদায়ের উন্নয়নে বিভিন্ন কারিগরী প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সহায় তার ব্যবস্থা করা।
- তৃণমূল পর্যায়ে সংগঠন তৈরীর মাধ্যমে পিছিয়েপড়া মানুষকে আর্থ সামাজিক উন্নয়নের ব্যবস্থা করা।
- কৃষি সম্প্রসারণের জন্য কৃষকদের মাঝে আধুনিক প্রযুক্তি হস্তান্তর রাসায়নিক সার বর্জন ও জৈব সার ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণ।
- শিক্ষার হার বাড়াতে ঝড়েপড়া শিক্ষার্থীদের পূণরায় বিদ্যালয়গামীকরা।
- লক্ষ্যিত জনগোষ্ঠিকে আত্মনির্ভরশীল করার লক্ষ্যে সঞ্চয়ের মাধ্যমে পুঁজি সৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধকরণ।
- সামাজিক শৃংঙ্খলা রক্ষায় গণসচেতনতা সৃষ্টি করা।

বাণী

সোসিও ইকোনমিক ব্যাকিং এসোসিয়েশন (সেবা)'র ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রতিবছরের ন্যায় এবারও প্রকাশিত হতে যাচ্ছে, এজন্য আমি অত্যন্ত- আনন্দিত এবং গর্বিত। এই উপলক্ষকে সামনে রেখে সেবা'র সকল স্তরের উন্নয়ন কর্মীদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। প্রতিবেদনটি প্রকাশ করতে যাঁরা সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন তাঁদের প্রতি জানাই কৃতজ্ঞতা। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরটি ছিল সেবা'র জন্য অত্যন্ত- গুরুত্বপূর্ণ একটি বছর। এই অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধের কয়েকটি মাস দেশে অবর্নণীয় রাজনৈতিক অরাজকতার পরও সেবার কার্যক্রম এগিয়ে চলেছে প্রায় সাবলীল গতিতেই, এজন্য সবচেয়ে বেশি কৃতিত্বের দাবিদার সেবা'র নিবেদিতপ্রাণ কর্মীবাহিনী।

"সেবার উন্নয়নে সকলের উন্নয়ন" এই স্লোগানকে সামনে রেখে আমরা এগিয়ে চলেছি। আর সকলের উন্নয়নেই দেশের উন্নয়ন। আমরা দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত দেশের তালিকায় দেখতে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। শেষ দিকে অবশ্য আমাদের বলা হত উন্নয়নশীল দেশ। আজ বহুদিনের আগল ভেঙ্গে আমরা স্বল্পোন্নত বা নিম্ন আয়ের দেশের তালিকায় থাকার কালিমা ঘুচিয়ে মধ্যম আয়ের তথা নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশের চৌকাঠ পেরিয়েছি, এখন কাঙ্খিত এই প্রাপ্তিটিকে ধরে রেখে আরও সামনে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টাই হবে মূখ্য করণীয়।

স্বাধীনতার পর ১২৯ ডলার মাথাপিছু আয়কে ৪৫ বছরের ব্যবধানে ১০/১১ গুণ বাড়িয়ে তোলা দেশটি যে আরও বহুদূর যেতে পারে সেটি এখন আর খুব সুদূরপ্রসারী স্বপ্ন নয়। পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় দারিদ্রের হার ১৯৭০ দশকের ৮০ শতাংশ থেকে কমে ২৫/৩০ শতাংশে এসেছে। বিশ্বব্যাংকের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, দেশে ২০০০ সালের দরিদ্র মানুষের (যাদের দৈনিক আয় ২ ডলার অথবা খাদ্যগ্রহণ ২১০০ ক্যালরির কম) সংখ্যা ৬ কোটি ৩০ লাখ থেকে কমে ২০১০ সালে দাঁড়িয়েছিল ৪ কোটি ৭০ লাখে। এর পর গত পাঁচ বছরে এটা নিশ্চয়ই আরও অনেক কমেছে। যুক্তরাষ্ট্রের টাইম ম্যাগাজিন এই সাফল্য সম্পর্কে মন্তব্য করতে যেয়ে বলেছিল, দারিদ্র হারের এই দ্রুত পতনশীল হার বাংলাদেশকে জাতিসংঘ নির্ধারিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছে দেবে নির্দিষ্ট সময়ের আগেই (বর্তমানে উন্নয়নের কয়েকটি সূচকে তা-ই দেখা যায়)। একটি ক্রমবর্ধনশীল এবং ঘন জনসংখ্যার দেশে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার পরও এরকম সাফল্য অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। অর্জিত এসব সাফল্যের দাবিদার কেউ একা নয়, সরকার, বেসরকারি সংগঠন, দেশের আপামর জনসাধারণ সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টাতেই সম্ভব হচ্ছে অগ্রগতির পথে ধাবমান থাকা। আমরা অনেক আশাবাদি হতে পারি আমাদের দেশ নিয়ে, নিশ্চয়ই সবকিছু আরও সুন্দরভাবে চলবে।

এই প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় সেবা'র উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্যসহ সাধারণ ও কার্যনির্বাহী পরিষদ ও পরিচালক মন্ডলী নীতি-নির্ধারণী ভূমিকা ও সিদ্ধান্ত- গ্রহণে সার্বিক সহযোগিতা অব্যাহত রেখেছেন, এজন্য তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। দাতা সংস্থা, সহযোগি সংস্থা, সুশীল সমাজ ও সকল শুভানুধ্যায়ীদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। উন্নয়ন অগ্রগতির সহযাত্রী যাঁদের অসামান্য অবদান ও নিরলস প্রচেষ্টায় 'সেবা' এখন জাতীয় পর্যায়ের সংগঠন হতে পেরেছে সেই নির্ভীক কর্মী বাহিনীর শ্রমের প্রতি সম্মান জানাই। সর্বোপরি, সেবা'র উত্তোরত্তর সমৃদ্ধি এবং সংশ্লিষ্ট সকলের উন্নয়ন প্রতাশা করি।

আলহাজ্ব তানভীর আহম্মেদ
সভাপতি

মুখবন্ধ

সোসিও ইকোনমিক ব্যাকিং এসোসিয়েশন (সেবা)'র ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের কার্যক্রম বার্ষিক প্রতিবেদনরূপে বরাবরের মত এবারও প্রকাশ পাবে এজন্য আমরা আনন্দিত এবং গর্বিত। এই বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ উপলক্ষে প্রতিষ্ঠানের সংগে সংশ্লিষ্ট সকলের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। এই অর্থবছরটি ছিল সেবা'র জন্য অত্যন্ত চ্যালেঞ্জের একটি বছর, কারণ বছরের শুরুতে 'নতুন আশা, নতুন স্বপ্ন-নতুন সংকল্প" স্লোগানকে সামনে রেখে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা এবং সীমিত সম্পদ নিয়ে শুরু হয়েছিল "অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মসূচি"। আমরা সবাই মিলে অত্যন্ত সার্থকভাবে এই চ্যালেঞ্জকে মোকাবেলা করে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছি।

উন্নয়ন একটি বহুমাত্রিক ধারণা। এর বহিঃপ্রকাশ ঘটে বিভিন্ন সূচকের মাধ্যমে। সূচকগুলোর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করা যায় সামষ্টিক জাতীয় উৎপাদন বা আয়ের প্রবৃদ্ধি, সুষম বন্টন, দারিদ্র বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নারীর ক্ষমতায়ন ইত্যাদি। স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে জন্মলগ্নে প্রায় প্রতিটি উন্নয়ন নির্ণায়কের মানদন্ডে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল হতাশাব্যাঞ্জক। এতদ্সত্ত্বেও নানা প্রতিকূলতাকে সফলতার সাথে মোকাবেলা করতে পারার এক উজ্জল দৃষ্টান্ত- স্থাপন করেছে।

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এ প্রশংসার দাবিদার বালাদেশের সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসমূহ এবং এদেশের মেহনতি জনগণ। এই জনসাধারণের পাশে থাকতে পেরে আমরা গর্বিত। নানা রকমের প্রতিবন্ধকতা ও সীমাবদ্ধতার পরও বিশেষজ্ঞদের মতে বিভিন্ন সূচকে বাংলাদেশের সাফল্যের পেছনের কারণ রয়েছে অনেক। বিগত দশকগুলোতে পশ্চাৎপদ কৃষি নির্ভর অর্থনীতি থেকে বের হয়ে বাংলাদেশ ক্রমেই শিল্প ও সেবাখাত নির্ভর উন্নয়ন কৌশলের দিকে ধাবিত হয়েছে। এই উত্তরমুখী প্রক্রিয়া দারিদ্র নিরসন এবং আয় বৃদ্ধির একটা প্রধান নিয়ামক। কৃষিখাতের এই বিপ্লবের সংগে যুক্ত হয়েছে রপ্তানিমুখী তৈরী পোশাক শিল্পের বর্ধিত অবদান, প্রবাসী বাংলাদেশীদের ক্রমবর্ধমান হারে রেমিটেন্স, ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে তৃণমূল জনগোষ্ঠির কর্মসংস্থান এবং আয়বৃদ্ধি, সেবা খাতের বিভিন্ন শাখার প্রবৃদ্ধি এবং সামষ্টিক অর্থনীতি ব্যবস্থাপনার সাফল্য।

নারীর ক্ষমতায়ন এবং নারী শিক্ষা প্রসারকেও চলমান সাফল্যের একটি উল্লেখযোগ্য নিয়ামক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। অর্থনীতির এই সফলতার হার নিঃসন্দেহে আরও বেশি হতো, যদি বিগত সময়ের অকার্যকর রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিদ্যমান না থাকতো এবং দেশে যদি প্রকৃত সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা যেত। বিভিন্ন ব্যর্থতাকে পাশ কাটিয়ে সাফল্যগাঁথা এজন্যই প্রণিধানযোগ্য যে, দেশের স্বনামধন্য মাইক্রোফাইন্যান্স প্রতিষ্ঠানগুলোর সংগে টেকসই উন্নয়নে আমরাও সাধ্যমত অংশগ্রহণের চেষ্টা অব্যাহত রেখেছি। নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশের কাতারে উঠে আসা ধারাবাহিক সাফল্যেরই স্বীকৃতি, কারণ বিশেষজ্ঞদের মতে এটা সত্য যে, নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশের তালিকায় থাকায় দাতা সংস্থা এবং উন্নত দেশগুলো থেকে স্বল্প সুদে ঋণসহ অন্যান্য সুযোগ কমে যেতে পারে, রপ্তানিতে কোঠা বা জিএসপি সুবিধা সংকীর্ন হয়ে যেতে পারে। ২০১৫ সালের মধ্যে জাতিসংঘের সহস্রাব্দের লক্ষ্যমাত্রা বা এমডিজি অর্জনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অর্জন অনেকখানি। দারিদ্র বিমোচন, সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন, শিশুমৃত্যুর হার কমানো, মাতৃমৃত্যুর হার কমানো, এইচআইভি/এইডস্ ইত্যাদি রোগ প্রতিরোধ-এধরণের ছয়টি এমডিজি অর্জনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ হয় পুরোপুরি অথবা আংশিক সাফল্য দেখাতে ইতিমধ্যেই সক্ষম হয়েছে।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মেহনতী শ্রমজীবি নারী-পুরুষের অবদান অবিস্মরণীয়। গত দুই দশকে খাদ্য উৎপাদন দ্বিগুণ হয়েছে। খাদ্য প্রাপ্তি বাড়ার কারণ হলো একদিকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমে আসা, অন্যদিকে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি। দ্বিতীয় বিষয় হচেছ তৈরী পোশাক শিল্প। তারপরেই উল্লেখযোগ্য বিষয় প্রবাসীদের পাঠানো রেমিটেন্স। বাংলাদেশের উন্নয়নের পেছনে চারটি নিয়ামক চিহ্নিত করতে হলে কৃষি, শিল্প, রেমিটেন্স এবং ক্ষুদ্রঋণ এই চারটিকেই অন্যতম হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে।

সেবা'র বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ উপলক্ষ্যকে সামনে রেখে কৃতজ্ঞতা জানাই যাঁদের কারণে আমাদের অগ্রগতির পথ নির্বিঘ্ন হচ্ছে, প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালনায় অভিভাবকের ভূমিকা পালনকারী মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ), বাংলাদেশ এনজিও বিষয়ক ব্যুরো এবং সমাজসেবা অধিদপ্তরের সম্মানিত কর্তৃপক্ষকে। সেবার স্বাস্থ্য প্রকল্প পরিচালনায় বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন আর্থিক সহায়তা অব্যাহত রেখেছে, বাংলাদেশ ব্যাংকের গৃহায়ন তহবিল থেকে অর্থ বরাদ্দ দেওয়া অব্যহত রয়েছে, দুঃস্থ্য মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি (ভিজিডি) প্রোগ্রামে অংশগ্রহণের সুযোগ আমরা পেয়ে আসছি, এজন্য এসকল প্রতিষ্ঠানের সম্মানিত কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাই। এনসিসি ব্যাংক লিঃ, মিউচ্যুয়াল ট্রাষ্ট ব্যাংক লিঃ, সাউথইষ্ট ব্যাংক লিঃ এবং সোনালী ব্যাংক লিমিটেড ঋণ সুবিধা দিয়ে সেবা'র রিভলভিং ফান্ডকে করেছে শক্তিশালী, এজন্য তাঁদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

সর্বোপরি সাফল্যমন্ডিত আরও একটি বছর অতিক্রম করা সম্ভব হয়েছে সেবার সাধারণ ও কার্যনির্বাহী পরিষদের সম্মানিত সদস্য, সহযোগি ও দাতা সংস্থার সার্বিক সহযোগিতায়। অভিনন্দন জানাই সেই সব মেহেনতি জনগণকে যারা ভাগ্য উন্নয়নের সহায়ক শক্তি হিসেবে সেবাকে সাদরে গ্রহণ করেছে। উন্নয়ন কর্মকান্ডে যাঁদের অনবদ্য অবদান সেবার সেই কর্মীবাহিনীকে জানাই অকৃত্রিম ভালোবাসা। আমরা আমাদের কৃতি ও সাফল্য নিয়ে গর্ব করতেই পারি কিন্তু নবতর বাস্তবতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে ব্যর্থতা ও সমস্যাগুলোর কথা আমরা ভুলে যাইনি, এসব মোকাবেলায় আমাদের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করছি।

মোঃ রিয়াজ আহম্মেদ লিটন
নির্বাহী পরিচালক

উৎসর্গ—

‘সমাজ থেকে দারিদ্র দূরীকরনের জন্য,
যাঁরা সংগ্রাম করে যাচ্ছে
—তাঁদের উদ্দেশ্যে’

এক নজরে সেবা'র কর্ম এলাকা

সূচিপত্র :

* প্রথম অধ্যায় : পটভূমি
  মূল্যবোধ
  সংস্কৃতি
  উন্নয়ন দর্শন
  আইনগত ভিত্তি
  নেটওয়ার্কিং পার্টনার
  তহবিলের উৎস
  একনজরে সেবা
* দ্বিতীয় অধ্যায় : মানব সম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচি
* তৃতীয় অধ্যায় : দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি
* চতুর্থ অধ্যায় : ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি
* পঞ্চম অধ্যায় : স্বাস্থ্য উন্নয়ন কর্মসূচি
* ষষ্ঠ অধ্যায় : পরিবেশ উন্নয়ন কর্মসূচি
* সপ্তম অধ্যায় : কৃষি উন্নয়ন কর্মসূচি
* অষ্টম অধ্যায় : গৃহায়ন কর্মসূচি
* নবম অধ্যায় : দুঃস্থ মহিলা উন্নয়ন (ভিজিডি) কর্মসূচি
* দশম অধ্যায় : গণসচেতনতামূলক কর্মসূচি
* একাদশ অধ্যায় : বিবিধ

প্রথম অধ্যায়

১৯৯৭ সালের ১ জুলাই কতিপয় সচেতন ও সৃজনশীল ব্যক্তির সম্মিলিত উদ্দ্যোগে "সেবা" নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের জন্ম হয়। যার পূর্ণ নাম সোসিও ইকোনমিক ব্যাকিং এসোসিয়েশন বা সামাজিক অর্থনৈতিক সহায়ক সংস্থা। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই "সেবা' সমাজের সুবিধাবঞ্চিত, অসহায়, ক্ষমতাহীন দরিদ্র জনগণের কর্মস্পৃহা জাগিয়ে তুলে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনার মাধ্যমে তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। নারীর ক্ষমতায়ন, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণ, সুশাসন প্রতিষ্ঠা, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, দরিদ্র মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি ইত্যাদি মূল্যবোধের ধারক ও বাহক সেবা সংস্থা ১৯৯৮ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমাজসেবা অধিদপ্তর থেকে সনদপ্রাপ্ত হয়। এরপর পর্যাযক্রমে বাংলাদেশ এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এম.আর.এ)'র সনদপ্রাপ্ত হয়। তারপর থেকে বিবর্তনের দীর্ঘপথ পেরিয়ে দারিদ্রের বহুবিধ বাস্তবতাকে চিহ্নিতকরণ এবং নিরসন করার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলেছে। এরই ধারাবাহিকতায় সেবা বর্তমানে জাতীয় পর্যায়ের একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে তার কর্ম এলাকাগুলোতে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ফলে সেবা'র গণমানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং পিছিয়ে থাকা মানুষেরা দারিদ্রের দুষ্টচক্র থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষমতা অর্জন করছে।

প্রতিষ্ঠানের মূল্যবোধ ঃ

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই "সেবা" তার নিজস্ব কিছু মূল্যবোধ লালন করে চলেছে, যা সেবাকে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে স্বকীয়তা দান করেছে। সেবা'র কর্মীবাহিনী যে সব মূল্যবোধকে অন্তরে ধারণ ও লালন করে বাস্তবায়নের জন্য কাজ করে সেগুলো হচ্ছে-

- সেবার উন্নয়নে সকলের উন্নয়ন।
- আত্মবিশ্বাস, ধৈর্য, পরিশ্রম, পরিশুদ্ধতা, সৃজনশীলতা, কর্তব্যনিষ্ঠা, শ্রমের মর্যাদা, সততা, শিষ্টাচার, ভ্রাতৃত্ববোধ।
- সুশাসন।
- অর্থনৈতিক দূরদর্শিতা।
- টেকসই উন্নয়ন।
- অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিশৃংখলা থেকে মুক্তি।

সংস্কৃতি ঃ

"সেবা" তার ভিশন, মিশন ও উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়নের জন্য নিজস্ব কিছু সংস্কৃতি প্রতিপালনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে। যা এই প্রতিষ্ঠানকে স্ব-মহিমায় মহিমান্বিত করে তুলেছে। সেবার প্রতিটি কর্মী ও সদস্য এসব সংস্কৃতি লালন ও পালন করে থাকে। সেবার অন্যতম সংস্কৃতি হলো-

১. শিক্ষা (নৈতিক ও যোগ্যতাভিত্তিক)
২. সময়নিষ্ঠা
৩. নেটওয়ার্কিং
৪. শৃংখলা
৫. সুন্দর কর্ম পরিবেশ
৬. সময়োপযোগি কর্মসূচি
৭. কাজের স্ট্যান্ডার্ড নির্ধারণ
৮. টেকসহিতা
৯. বিভিন্ন এ্যাওয়ার্ড

উন্নয়ন দর্শন ঃ

"সেবার" উন্নয়ন দর্শন হলো- সমাজ থেকে ক্ষুধা, দারিদ্র, শোষণ, বঞ্চনা, নারী ও শিশু নির্যাতন ও কুসংস্কার দূরীকরণের মধ্যদিয়ে প্রত্যেক নাগরিক তার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারবে এবং শান্তি সম্প্রীতিতে বসবাস করতে পারবে। সেবা বিশ্বাস করে যে, সমাজে বিদ্যমান সমস্যাগুলো চিহ্নিত করণের মাধ্যমে পরিকল্পনা গ্রহণ ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে পারলেই প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব হবে।

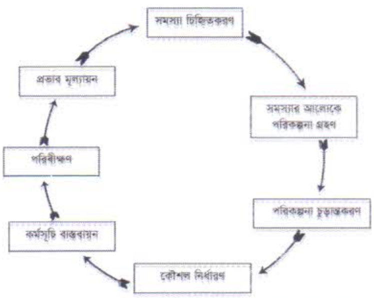

আইনগত ভিত্তি ঃ

সেবা পর্যায়ক্রমে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের যে সকল প্রতিষ্ঠান হতে নিবন্ধিত হয়েছে ঃ

ক্রমিক নং	নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ	নিবন্ধন নম্বর	নিবন্ধনের তারিখ
০১	সমাজসেবা অধিদপ্তর	ট-১০৩৩	১৬ জুন, ১৯৯৮
০২	এনজিও বিষয়ক ব্যুরো	১৯৩১	১১ মে, ২০০৪
০৩	মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ)	০১১৫১-০০১৪১-০০২৮৭	১৫ জুন, ২০০৮

প্রতিষ্ঠানের নেটওয়ার্কিং পার্টনার ঃ

সার্বিক উন্নয়নের জন্য সমন্বয় সাধনে বিভিন্ন NGO ও উন্নয়ন সহযোগি প্রতিষ্ঠানের সাথে সু-সম্পর্ক স্থাপন করার প্রয়োজনীয়তায় সেবা যে সকল সংস্থার সদস্যভূক্ত হয়েছে ঃ

১. ফেডারেশন অব এনজিওস ইন বাংলাদেশ (FNB)
২. ক্রেডিট এন্ড ডেভেলপমেন্ট ফোরাম (CDF)
৩. The Associated Country Women of the World (ACWW)
৪. ন্যাশনাল ইয়ুথ ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশ
৫. Europe Aid PADOR: ID BD-2013-EQU-0206061370

তহবিলের উৎস ঃ

দেশি-বিদেশি বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগি সংস্থার সার্বিক সহযোগিতা এবং সেবার নিজস্ব তহবিল দ্বারা উন্নয়ন প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখে লক্ষ্য অর্জনে সচেষ্ট রয়েছে। নিম্নে সেবা'র তহবিলের উৎস ও উন্নয়ন সহযোগি প্রতিষ্ঠানসমূহ উল্লেখ করা হলো ঃ

১. সদস্যদের সঞ্চয়
২. ঋণের সার্ভিস চার্জ
৩. পাশবই ও ফরম বিক্রি
৪. নিজস্ব তহবিল
৫. মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
৬. বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন
৭. সার্সপয়েন্ট, নিউইয়র্ক, আমেরিকা
৮. বাংলাদেশ ব্যাংক (গৃহায়ন তহবিল)
৯. সোনালী ব্যাংক লিমিটেড
১০. মিউচ্যুয়াল ট্রাষ্ট ব্যাংক লিমিটেড
১১. সাউথইষ্ট ব্যাংক লিমিটেড
১২. এনসিসি ব্যাংক লিমিটেড।

এক নজরে ৩০ জুন ২০১৫ পর্যন্ত তথ্য ঃ

১. জেলা	ঃ ৫ টি
২. উপজেলা	ঃ ২৪ টি
৩. শাখা অফিস	ঃ ৩৩ টি (২০১৫-১৬ অর্থবছরে ১৭টি শাখা সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে)
৪. এরিয়া অফিস	ঃ ৭ টি
৫. সমিতি সংখ্যা	ঃ ২২২৮
৬. মূল সদস্য	ঃ ৬১৬১০
৭. সাধারণ সদস্য	ঃ ২৫৬১৩
৮. ঋণী সদস্য	ঃ ৪৪৯৫৫
৯. বাধ্যতামূলক সঞ্চয়	ঃ ২৬,৫৩,৪১,৮৯৬.০০
১০. স্বেচ্ছা সঞ্চয়	ঃ ১১,৮২,৬৯,৪৫৩.০০
১১. মোট সঞ্চয় স্থিতি	ঃ ৩৮,৩৬,১১,৩৪৯.০০
১২. ঋণ স্থিতি (সাঃ চাঃ সহ)	ঃ ৮৭,১৫,৯২,৫৮০.০০
১৩. খেলাপি (সংখ্যা)	ঃ ২৯৯
১৪. খেলাপি (টাকা)	ঃ ৪১,৯৫,৩৪৬.০০
১৫. সঞ্চয় আদায় হার	ঃ ৯২.৫৮%
১৬. ঋণ আদায় হার	ঃ ৯৯.৯১%
১৭. মূলধন তহবিল/ক্রমপুঞ্জিভূত সারপ্লাস	ঃ ১৫,৩০,৯৬,৭২৩.০০

ক্রমপুঞ্জিভূত তথ্য (৩০ জুন ২০১৫ পর্যন্ত) ঃ

১. সঞ্চয় আদায়	ঃ ১১৯,৬৬,৩৮,৬১৫.০০
২. সঞ্চয় উত্তোলন	ঃ ৮১,৩০,২৭,২৬৬.০০
৩. সঞ্চয় স্থিতি	ঃ ৩৮,৩৬,১১,৩৪৯.০০
৪. ঋণ বিতরণ	ঃ ৫২১,১৮,৯৭,০০০.০০
৫. ঋণ আদায় (আসল)	ঃ ৪৪৪,৭৩,১১,৫৪৯.০০
৬. ঋণ স্থিতি (আসল)	ঃ ৭৬,৪৫,৮৫,৪৫১.০০
৭. সারপ্লাস	ঃ ১৫,৩০,৯৬,৭২৩.০০

ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ঃ

প্রতিষ্ঠানের সকল প্রকার কার্যক্রম সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য সেবা উপর নীচ (Top-Down) পন্থা ব্যবহার করে থাকে। এক্ষেত্রে PRA (Participatory Reflection and Action), PLA (Participatory Learning Approach) পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। সেবা'র সকল স্তরের কর্মকর্তা, কর্মী ও উপকারভোগীরা যাতে সমানভাবে পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ করতে পারে এবং সকলের মতামত স্বাধীনভাবে ব্যক্ত করতে পারে সেজন্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় যে সকল পরিষদ ও কমিটি ওতোপ্রোতভাবে জড়িত তা নিম্নে তুলে ধরা হলো-

উপদেষ্টা পরিষদ ঃ

প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম ও ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার নিমিত্তে উপদেষ্টা পরিষদ বিভিন্ন সময় পরামর্শসহ দিক নির্দেশনা প্রদান করে থাকেন। সংস্থার কার্যনির্বাহী পরিষদের সংখ্যা গরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে এবং যাঁহারা উন্নয়ন কর্মকান্ডে ভূমিকা রাখতে সক্ষম এমন ৩ জন ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে সেবা'র উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হয়েছে। সম্মানিত উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যগণ হচ্ছেন-

১. জনাব মোঃ হারুন অর রশীদ

২. জনাব খান মোহাম্মদ খালেদ

৩. জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক (অধ্যক্ষ)

সাধারণ পরিষদ ঃ

সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ তথা সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিবর্গ যেমন-অধ্যাপক, ডাক্তার, ব্যবসায়ী, সমাজ সেবক, আইনজীবি, সাংবাদিক এবং অন্যান্য পেশার লোক নিয়ে সাধারণ পরিষদ গঠিত হয়েছে। সাধারণ পরিষদের সদস্য সংখ্যা ২৫ জন। এই পরিষদ প্রতিষ্ঠানের সার্বিক উন্নয়নে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে কাজ করে যাচ্ছেন। সাধারণ পরিষদের ৭ (সাত) জন সদস্যের সমন্বয়ে কার্য-নির্বাহী পরিষদ গঠিত।

কার্যনির্বাহী পরিষদ ঃ

সেবা সংস্থার কার্যনির্বাহী পরিষদ ৭ (সাত) সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত। সাধারণ পরিষদের ভোটের মাধ্যমে কার্যনির্বাহী পরিষদ দুই বৎসরের জন্য নির্বাচিত হয়ে থাকে। প্রতিষ্ঠানের গঠনতন্ত্র মোতাবেক কার্যনির্বাহী পরিষদ তাঁদের সকল কর্মকান্ডের জন্য সাধারণ পরিষদের নিকট দায়বদ্ধ। সংস্থার নির্বাহী পরিচালক এই পরিষদের সদস্য সচিব।

কার্যনির্বাহী সদস্যবৃন্দ ঃ

আলহাজ্ব তানভীর আহম্মেদ
সভাপতি

আবু নইম মোহাম্মদ বজলুর রহীম
সহ-সভাপতি

মোঃ রিয়াজ আহম্মেদ লিটন
সদস্য সচিব/নির্বাহী পরিচালক

মোঃ ওয়াহিদ রাশেদ
কোষাধ্যক্ষ

মোঃ রফিকুল ইসলাম খান
কার্যনির্বাহী সদস্য

রাজিয়া সুলতানা
কার্যনির্বাহী সদস্য

হাছিনা আক্তার
কার্যনির্বাহী সদস্য

বোর্ড অব ডিরেক্টরস্ ঃ

প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য নির্বাহী পরিচালক সহ অন্যান্য পরিচালকদের সমন্বয়ে একটি কমিটি রয়েছে। প্রতিষ্ঠানের অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী নির্বাহী পরিচালকের নেতৃত্বে সকল পরিচালক কর্মসূচি বাস্তবায়নে স্ব-স্ব বিভাগ পরিচালনা করে থাকেন। প্রতিষ্ঠানের নীতমালা এবং বোর্ড অব ডিরেক্টরস্ এর মতামতের উপর ভিত্তি করে কার্য পরিচালনা করা হয়।

মোঃ সাইদুর রহমান মল্লিক
পরিচালক প্রশাসন

মোঃ মনিরুল হক মনির
পরিচালক অর্থ

মোঃ শাহীনূর ইসলাম শাহীন
পরিচালক কার্যক্রম

Organogram of SEBA

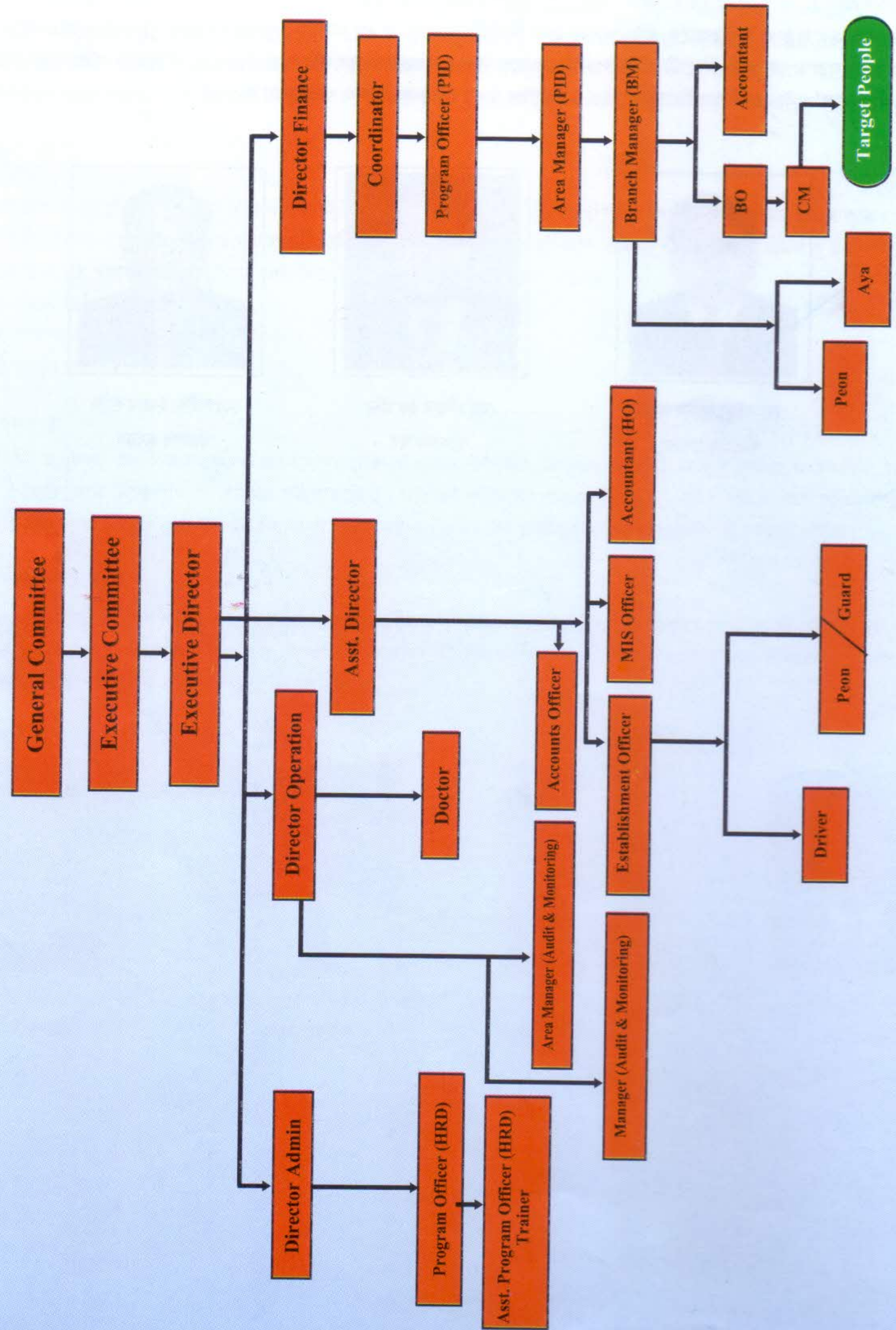

ব্যবস্থাপনা মিটিং ঃ

সেবা সংস্থার সকল কার্যক্রম সুন্দর ও স্বাবলীল গতিতে পরিচালনা করার জন্য বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থাপনা মিটিং করে থাকে যেমন- সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সভা, কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা, মাসিক বোর্ড অব ডিরেক্টরস্ মিটিং, আন্ত-বিভাগীয় মিটিং, মাসিক সমন্বয় সভা, বাজেটরী মিটিং, পিআইডি মিটিং, এরিয়া মিটিং, শাখা পর্যায়ে সাপ্তাহিক ও মাসিক মিটিং করা হয়। উক্ত মিটিং এ কর্মসূচির অগ্রগতি, সমস্যা ও সম্ভাবনা পর্যালোচনা করে তদোনুযায়ী পদপে গ্রহণ করা হয়।

আন্ত-ঃবিভাগীয় মিটিং ঃ

আন্ত-বিভাগীয় মিটিং এর মূল উদ্দেশ্য হলো বিভিন্ন বিভাগ ও কর্মসূচির মধ্যে সমন্বয় সাধন। নির্বাহী পরিচালকের নেতৃত্বে সকল বিভাগের পরিচালক এবং উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ এই মিটিং এ অংশগ্রহণ করে থাকেন। কর্মসূচি বাস্ত-বায়নের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও উন্নয়নমূলক প্রস্তাব উপস্থাপন এবং সিদ্ধান্ত-গ্রহণই মিটিং এর মুল লক্ষ্য।

অডিট এন্ড মনিটরিং সেল মিটিং ঃ

অডিট মনিটরিং কর্মকর্তাদের নিয়ে সহকারী পরিচালকের সমন্বয়ে প্রতিমাসের ১ম সপ্তাহে এই মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। মিটিং-এ পেশকৃত রিপোর্টের আলোকে কি জাতীয় কৌশল অবলম্বন করা যায় সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পরিচালক কার্যক্রমের নেতৃত্বে এ মিটিং পরিচালিত হয়।

পিআইডি মিটিং ঃ

কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যা এবং সমাধান বিষয়ে প্রতিষ্ঠানের প্রোগ্রাম ইম্প্লিমেন্টেশন ডিপার্টমেন্ট (পিআইডি) প্রতিমাসের প্রথম সপ্তাহে এই মিটিং করে থাকে বিধায় এ মিটিং এর নামকরণ করা হয়েছে পিআইডি মিটিং। উক্ত মিটিং-এ এরিয়া ম্যানেজার সহ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করে থাকেন। পরিচালক (অর্থ) এঁর নেতৃত্বে কর্মসূচির সম্ভাবনাময় দিকগুলো কাজে লাগিয়ে কিভাবে কর্মসূচিকে আরও গতিশীল করা যায় মিটিং এ তা পর্যালোচনা করে সেই অনুসারে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

মাসিক সমন্বয় সভা ঃ

প্রতিমাসের ৫-১০ তারিখের মধ্যে প্রধান কার্যালয়ের সভা কক্ষে মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। শাখা ব্যবস্থাপক ও প্রধান কার্যালয়ে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এ সভায় অংশগ্রহণ করে থাকেন। সভায় বিগত মাসের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অর্জন পর্যালোচনা এবং পরবর্তী মাসের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে করণীয় নির্ধারন এবং কর্মসূচি বাস্তবায়নে সমস্যা ও সম্ভাবনা প্রাধান্য পেয়ে থাকে। সভায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক আলোচনার পাশাপাশি অংশগ্রহণমুলক পদ্ধতিতে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

প্রাক-বাজেটরী মিটিং ঃ

প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের জন্য বাজেট অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্ণ। সংস্থার বাজেট সুন্দর ও সঠিক বাস্থবাযনের লক্ষ্যে প্রতি বছর মে মাসের ১ম সপ্তাহে এই মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। এতে সকল বিভাগের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত থাকেন। বাজেট বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সমস্যা ও সম্ভাবনাসহ বিগত বাজেটের কি কি ত্রুটি/বিচ্যুতি ছিল তা পর্যালোচনা করার পাশাপাশি আগামি বাজেটকে কিভাবে আরও বাস্তবভিত্তিক ও ফলপ্রসূ করা যায় ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা পর্যালোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ে থাকে।

এরিয়া মিটিং ঃ

এরিয়া ম্যানেজারের নেতৃত্বে এরিয়া অফিসে এই মিটিং অনুষ্ঠিত হয় বিধায় এর নামকরণ করা হয়েছে এরিয়া মিটিং। সংশ্লিষ্ট শাখার ব্যবস্থাপকগণ এ মিটিং এ উপস্থিত থাকেন। শাখার কার্যক্রম সুচারুভাবে বাস্থবায়নের নিমিত্তে লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন সংক্রান্ত আলোচনা-পর্যালোচনা, কর্ম পরিকল্পনা ও কর্মকৌশল বিষয়ক আলোচনা করাই উক্ত মিটিং এর মূল লক্ষ্য।

ডেভেলপমেন্ট মিটিং ঃ

প্রতিমাসের ১ম ও ২য় কর্মদিবসে প্রধান কার্যালয় হতে পরিচালক মন্ডলী ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ শাখায় গিয়ে এ মিটিং করে থাকেন। সংস্থার নিয়মনীতি সম্পর্কে ধারণা, কাজে ভুলত্রুটির মাত্রা কমিয়ে আনা ও গতিশীলতা বৃদ্ধি এবং চলমান কর্মসূচি সম্পর্কে এ মিটিং-এ আলোচনা করা হয়ে থাকে। চারটি ধাপে এ মিটিং সম্পন্ন করা হয়ে থাকে যেমন; (১) চলমান কর্মসূচি বাস্তবায়নে করণীয়, (২) প্রশ্ন-উত্তর পর্ব, (৩) শিক্ষণীয় বিষয় এবং (৪) বিবিধ।

সাপ্তাহিক মিটিং ঃ

সাপ্তাহিক লক্ষ্যমাত্রা, কর্মপরিকল্পনা ও শিক্ষামূলক বিভিন্ন বিষয়কে সামনে রেখে শাখায় সাপ্তাহিক মিটিং অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। শাখা ব্যবস্থাপকের নেতৃত্বে শাখা পর্যায়ে প্রতি সপ্তাহে এই মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। মিটিং-এ শাখার সকলেই উপস্থিত থাকেন।

প্রতিষ্ঠানের বিভাগ সমূহ ঃ কর্মসূচিকে সুন্দর, সুষ্ঠ ও সুশৃংখল ভাবে পরিচালনা করার জন্য সেবা সংস্থার ৫টি বিভাগ রয়েছে। বিভাগগুলো হলো ঃ

১. এইচ.আর.ডি ।
২. পি.আই.ডি।
৩. অডিট এন্ড মনিটরিং সেল।
৪. একাউন্টস্ ডিপার্টমেন্ট।
৫. স্টাব্লিস্টমেন্ট ডিপার্টমেন্ট।

১. এইচ.আর.ডি ঃ

প্রতিষ্ঠানের মানব সম্পদকে দক্ষ ও যোগ্য করে গড়ে তোলার জন্যে রয়েছে Human Resource Depertment (HRD) বা মানব সম্পদ উন্নয়ন বিভাগ। অন্যান্য বিভাগের সংগে সমন্বয় সাধন করে পরিচালক প্রশাসন এবং তাঁর সহযোগিবৃন্দ মিলে কর্মী চাহিদা নিরুপণ, নিয়োগ, প্রশিক্ষণ, পারফরমেন্স মূল্যায়ন, প্রকাশনা ও গবেষণা সহ মানব সম্পদ উন্নয়নে নানাবিধ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন।

২. পি.আই.ডি ঃ

সংস্থার সকল কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্যে রয়েছে Program Implimentation Depertment (PID) বা কর্মসূচি বাস্তবায়ন বিভাগ। পরিচালক অর্থ এবং তাঁর সহযোগিবৃন্দ এই বিভাগের নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন। প্রতিষ্ঠানের সকল বিভাগের সাথে সমন্বয় সাধন করে বাজেট বাস্তবায়ন ও নিয়ম নীতি অনুযায়ী মাইক্রোক্রেডিট প্রোগ্রামের সংশ্লিষ্ট সকল কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও নিয়ন্ত্রণ করা এ বিভাগের মূল কাজ।

৩. অডিট এন্ড মনিটরিং সেল ঃ

অভ্যন্তরীন নিরীক্ষা কাজের সচ্ছতা নিরূপনে মনিটরিং এবং সুপারভীশন করাই এই বিভাগের অন্যতম কাজ। প্রতিষ্ঠানের সহকারী পরিচালকের মাধ্যমে পরিচালক কার্যক্রম এই বিভাগ পরিচালনা করে থাকেন।

৪. একাউন্টস্ ডিপার্টমেন্ট ঃ

প্রতিষ্ঠানের হিসাব সংক্রান্ত স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য এ বিভাগ ইন্টার্নাল এন্ড এক্সটার্নাল অডিট সহ প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় হিসাব ও অর্থ ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করে থাকে। অন্যান্য বিভাগের পাশাপাশি সহকারী পরিচালকের সার্বিক তত্ত্বাবধানে নির্বাহী পরিচালক এই বিভাগ পরিচালনা করে থাকেন।

৫. স্টাবলিস্টমেন্ট ডিপার্টমেন্ট ঃ

প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী পরিচালকের নেতৃত্বে এবং সহকারী পরিচালকের তত্বাবধানে এই বিভাগটিও পরিচালিত হয়ে থাকে। প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় অভ্যন্তরিন আর্থিক লেনদেন এ বিভাগ থেকে পরিচালনা এবং কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের জন্য লজিষ্টিক সাপোর্ট দেয়া হয়।

অভীষ্ট জনগোষ্ঠী ঃ

সামাজিক সুযোগ-সুবিধাবঞ্চিত এবং আর্থ-সামাজিকভাবে দরিদ্র ও দারিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী নারী, পুরুষ ও শিশুরা সেবা সংস্থার অভীষ্ঠ জনগোষ্ঠী। বিশেষ করে গ্রামীণ নারী সমাজ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, প্রান্তিক চাষী, সুবিধা বঞ্চিত খেটে খাওয়া বিভিন্ন পেশার জনগণ। নারীদেরকে অভীষ্ট জনগোষ্ঠী হিসেবে বিশেষভাবে প্রাধান্য দেওয়া হয়। সেবা'র ৫৩২৭৬ জন অভীষ্ট জনগোষ্ঠির মধ্যে ১০৫৮২ জন পুরুষ, ৩৮৯৮২ জন মহিলা এবং ৩৭১২ জন শিশু রয়েছে।

চলমান কর্মসূচি ঃ

- মানব সম্পদ উন্নয়ন
- শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ
- দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি
- ক্ষুদ্রঋণ
- স্বাস্থ্য ও পরিবেশ উন্নয়ন
- কৃষি উন্নয়ন
- গৃহায়ন
- দুঃস্থ্য মহিলা উন্নয়ন (ভিজিডি) কর্মসূচি
- ওয়াটসন প্রকল্প
- মাদার এন্ড চাইল্ড হেলথ্ কেয়ার প্রজেক্ট
- গণসচেতনতা

সেবা'র শাখা অফিস (জুন ২০১৫ পর্যন্ত)

শাখা কোড	ঠিকানা	শাখা কোড	ঠিকানা
১	**টাঙ্গাইল শাখা** আজিজ-মাজেদা টাওয়ার, বিশ্বাস বেতকা, কুমুদিনী কলেজের দক্ষিণ পাশে উপজেলা ঃ টাঙ্গাইল সদর, জেলা ঃ টাঙ্গাইল।	১৮	**বাটাজোর শাখা** সিড স্টোর রোড, বাটাজোর বাজার, উপজেলা ঃ ভালুকা, জেলা ঃ ময়মনসিংহ।
২	**বল্লা শাখা** আর.এম. প্লাজা (২য় তলা), বল্লাবাজার, বল্লা, উপজেলাঃ কালিহাতী, জেলা ঃ টাঙ্গাইল।	১৯	**আউলিয়াবাদ শাখা** আউলিয়াবাদ বাজার, বাজার রোড ডাকঘরঃ আউলিয়াবাদ, উপজেলাঃ কালিহাতী, জেলা ঃ টাঙ্গাইল।
৩	**এলেঙ্গা শাখা** তালুকদার বিল্ডিং (৩য় তলা) এলেঙ্গা বাজার, উপজেলা ঃ কালিহাতী, জেলা ঃ টাঙ্গাইল।	২০	**ধনবাড়ী শাখা** আমবাগান, ডাকঘর ঃ ধনবাড়ী, উপজেলা ঃ ধনবাড়ী, জেলা ঃ টাঙ্গাইল।
৪	**করটিয়া শাখা** নন্দিনী সিনেমা হল রোড, ডাকঘর ঃ করটিয়া, করটিয়া-বাসাইল রোড সংলগ্ন উপজেলা ও জেলা ঃ টাঙ্গাইল।	২১	**নাগরপুর শাখা** গয়হাটা রোড, নাগরপুর, উপজেলা ঃ নাগরপুর, জেলা ঃ টাঙ্গাইল।
৫	**আইসড়া শাখা** ফুলকি রোড, আইসড়া বাজার, আইসড়া, উপজেলা ঃ বাসাইল, জেলা ঃ টাঙ্গাইল।	২২	**কালিয়াকৈর শাখা** টান-কালিয়াকৈর, ডাকঘর ঃ কালিয়াকৈর উপজেলা ঃ কালিয়াকৈর, জেলা ঃ গাজীপুর।
৬	**ঘারিন্দা শাখা** ঘারিন্দা বাজার, উপজেলা ঃ টাঙ্গাইল সদর, জেলা ঃ টাঙ্গাইল।	২৩	**গোপালপুর শাখা** নন্দনপুর কাচারীপাড়া, গোপালপুর, উপজেলা ঃ গোপালপুর, জেলা ঃ টাঙ্গাইল।
৭	**কালিহাতী শাখা** ময়মনসিংহ রোড, কালিহাতী বাসষ্ট্যান্ড, উপজেলাঃ কালিহাতী, জেলা ঃ টাঙ্গাইল।	২৪	**নলুয়া শাখা** হাঁটুভাঙ্গা রোড, ডাকঘরঃ নলুয়া বাজার, উপজেলা ঃ সখিপুর, জেলা ঃ টাঙ্গাইল।
৮	**ঘাটাইল শাখা** কাজী বাড়ী, টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহ রোড, উপজেলাঃ ঘাটাইল, জেলা ঃ টাঙ্গাইল।	২৫	**সাটুরিয়া শাখা** গ্রাম ঃ উত্তর কাউন্নারা, ডাকঘর ঃ সাটুরিয়া, উপজেলা ঃ সাটুরিয়া, জেলা ঃ মানিকগঞ্জ।
৯	**পাকুটিয়া শাখা** পাকুটিয়া বাজার, ময়মনসিংহ রোড, পাকুটিয়া, উপজেলাঃ ঘাটাইল, জেলা ঃ টাঙ্গাইল	২৬	**ধামরাই শাখা** বাড়ি নং-বি-৬৫, হোল্ডিং- ১০৪৪,উত্তর পাতা, উপজেলাঃ ধামরাই,জেলাঃ ঢাকা।
১০	**পাথরাইল শাখা** দেলদুয়ার রোড, পাথরাইল বাজার, উপজেলাঃ দেলদুয়ার, জেলা ঃ টাঙ্গাইল।	২৭	**লাউহাটি শাখা** গ্রাম ঃ পাচুরিয়া, ডাকঘর ঃ লাউহাটি বাজার, উপজেলা ঃ দেলদুয়ার, জেলা ঃ টাঙ্গাইল।
১১	**মির্জাপুর শাখা** ভাতগ্রাম রোড, পুষ্টকামরী, বড়বাড়ী, উপজেলাঃ মির্জাপুর, জেলা ঃ টাঙ্গাইল।	২৮	**দৌলতপুর শাখা** গ্রাম ঃ চকহরিচরণ, ডাকঘর ঃ দৌলতপুর উপজেলা ঃ দৌলতপুর, জেলা ঃ মানিকগঞ্জ।
১২	**বাসাইল শাখা** আন্দারিয়া রোড, ডাকঘর ঃ বাসাইল, উপজেলাঃ বাসাইল, জেলা ঃ টাঙ্গাইল।	২৯	**ঘিওর শাখা** গ্রাম ঃ তালুকনগর, ডাকঘর ঃ তালুকনগর, উপজেলা ঃ ঘিওর, জেলা ঃ মানিকগঞ্জ।
১৩	**সখিপুর শাখা** হাসপাতাল গেইট, হাটুভাঙ্গা রোড, সখিপুর, উপজেলাঃ সখিপুর, জেলা ঃ টাঙ্গাইল।	৩০	**বেড়াডোমা শাখা** গ্রাম ঃ বেড়াডোমা, ডাকঘর ঃ টাঙ্গাইল উপজেলা ঃ টাঙ্গাইল, জেলা ঃ টাঙ্গাইল।
১৪	**বড়চওনা শাখা** বড়চওনা বাজার, নামদারপুর, বড়চওনা, উপজেলাঃ সখিপুর, জেলা ঃ টাঙ্গাইল।	৩১	**মানিকগঞ্জ শাখা** বাসা নং ৪২, বেউথা রোড, ডাকঘর মানিকগঞ্জ, উপজেলা + জেলা ঃ- মানিকগঞ্জ
১৫	**মধুপুর শাখা** সাথী সিনেমা হল রোড, মধুপুর, উপজেলাঃ মধুপুর, জেলা ঃ টাঙ্গাইল।	৩২	**কোনাবাড়ী শাখা** গ্রাম ঃ রাজাবাড়ী,কাশেমপুর কটন মিলস্, উপজেলা ঃ গাজীপুর সদর, জেলা ঃ গাজীপুর।
১৬	**ভূয়াপুর শাখা** উপজেলা সংলগ্ন, ঘাটান্দি, উপজেলাঃ ভূয়াপুর, জেলা ঃ টাঙ্গাইল।	৩৩	**বোর্ডবাজার শাখা** বাসা নং-৯৯, কল্মেশ্বর, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় উপজেলা ঃ গাজীপুর সদর, জেলা ঃ গাজীপুর।
১৭	**গারোবাজার শাখা** গারোবাজার, সাগরদিঘী রোড, উপজেলা ঃ ঘাটাইল, জেলা ঃ টাঙ্গাইল।		

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে যে সকল শাখা সম্প্রসারণ করা হবে ঃ

ক্রমিক নং	প্রস্তাবিত শাখার নাম	থানা/ উপজেলা	জেলা	প্রস্তাবিত এরিয়ার নাম
১.	সিংগাইর শাখা	সিংগাইর	মানিক গঞ্জ	মানিকগঞ্জ এরিয়া
২.	সাভার শাখা	সাভার	ঢাকা	কালিয়াকৈর এরিয়া
৩.	জিরাবো শাখা	আশুলিয়া	ঢাকা	
৪.	জয়দেবপুর সদর শাখা	জয়দেবপুর	গাজীপুর	টংগী এরিয়া
৫.	টংগী শাখা	টংগী	গাজীপুর	
৬.	উত্তরা শাখা	উত্তরা	ঢাকা	
৭.	খিলক্ষেত শাখা	খিলক্ষেত	ঢাকা	
৮.	শ্রীপুর শাখা	শ্রীপুর	গাজীপুর	মাওনা এরিয়া
৯.	কাপাশিয়া শাখা	কাপাশিয়া	গাজীপুর	
১০.	মাওনা শাখা	শ্রীপুর	গাজীপুর	
১১.	কা উরাইদ শাখা	শ্রীপুর	গাজীপুর	
১২.	ভালুকা শাখা	ভালুকা	ময়মনসিংহ	
১৩.	নারায়নগঞ্জ সদর শাখা	নারায়নগঞ্জ	নারায়নগঞ্জ	নারায়নগঞ্জ এরিয়া
১৪.	বন্দর শাখা	বন্দর	নারায়নগঞ্জ	
১৫.	ফতুল্লা শাখা	ফতুল্লা	নারায়নগঞ্জ	
১৬.	সিদ্দিরগঞ্জ শাখা	সিদ্দিরগঞ্জ	নারায়নগঞ্জ	
১৭.	পঞ্চবটি শাখা	ফতুল্লা	নারায়নগঞ্জ	

সেবা'র এরিয়া অফিস সমূহ ঃ

ক্রমিক নং	এরিয়া অফিস	ঠিকানা
০১.	**টাঙ্গাইল এরিয়া**	আজিজ- মাজেদা টাওয়ার বিশ্বাস বেতকা, কুমুদিনী কলেজ মোড়, উপজেলা ঃ টাঙ্গাইল সদর, জেলা ঃ টাঙ্গাইল।
০২.	**কালিহাতী এরিয়া**	কালিহাতী বাসষ্ট্যান্ড , ময়মনসিংহ রোড, উপজেলাঃ কালিহাতী, জেলা ঃ টাঙ্গাইল।
০৩.	**মধুপুর এরিয়া**	সা থী সিনেমা হল রোড, মধুপুর, উপজেলাঃ মধুপুর, জেলা ঃ টাঙ্গাইল।
০৪.	**সখিপুর এরিয়া**	হাসপাতাল গেইট, হাটুভাঙ্গা রোড, সখিপুর, উপজেলাঃ সখিপুর, জেলা ঃ টাঙ্গাইল।
০৫.	**কালিয়াকৈর এরিয়া**	টান -কালিয়াকৈর, ডাকঘর ঃ কালিয়াকৈর উপজেলা ঃ কালিয়াকৈর, জেলা ঃ গাজীপুর।
০৬.	**নাগরপুর এরিয়া**	গয়হাটা রোড, নাগরপুর, উপজেলাঃ নাগরপুর, জেলা ঃ টাঙ্গাইল।
০৭.	**মানিকগঞ্জ এরিয়া**	বাসা নং ৪২, বেউথা রোড, ডাকঘর মানিকগঞ্জ, উপজেলা ঃ মানিজগঞ্জ, জেলা ঃ মানিকগঞ্জ

এক নজরে সেবা'র কর্ম এলাকা ঃ (জুন ২০১৫ পর্যন্ত)

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	পৌরসভা/ইউনিয়নের নাম	গ্রাম/মহল্লার সংখ্যা	উপকারভোগী পরিবারের সংখ্যা	সদস্য সংখ্যা
১.	টাঙ্গাইল সদর	টাঙ্গাইল, ঘারিন্দা, গালা, দাইন্না, বাঘিল, মগড়া, করটিয়া, পোড়াবাড়ী	১০৯	৯০৯২	৭২৩৬
২.	কালিহাতী	বীরবাসিন্দা, বল্লা, কোকডোহরা, নাগবাড়ী, পাইকড়া, এলেঙ্গা, বাংড়া, কালিহাতী, নারান্দিয়া, সহদেবপুর, পারখী	১৪৯	১৩১৫৬	১০৭৯৫
৩.	ঘাটাইল	ঘাটাইল, সন্ধানপুর, দিগড়, জামুরিয়া, রসুলপুর, দেওলাবাড়ী, লোকেরপাড়া, ধলাপাড়া	১১১	৫৮১৮	৫৯৪৫
৪.	গোপালপুর	ধোপাকান্দি, গোপালপুর, আলমনগর, মির্জাপুর, নগদাশিমলা, হেমনগর	৪১	৩৩৪৩	২৫২৫
৫.	মধুপুর	আলোকদিয়া, আউশনারা, অবণখোলা মির্জাবাড়ী, মধুপুর	৫২	২১৩০	৩০৯৫
৬.	বাসাইল	ফুলকি, কাঞ্চনপুর, কাউলজানী, বাসাইল, হাবলা, কাশিল	৪৪	৮৫৯৫	২৯৯৭
৭.	দেলদুয়ার	আটিয়া, পাথরাইল, এলাসিন, বানাইল দেলদুয়ার, ডুবাইল, লাউহাটি, ফাজিলহাটি	৪৮	৫০০৭	২৬৫০
৮.	সখিপুর	বহেরাতৈল, কাকড়াজান, হাতিবান্ধা, গজারিয়া, কালিয়া, সখিপুর, যাদবপুর, দারিয়াপুর, কালমেঘা	৮৯	২৭৮৯	৫৪৮০
৯.	মির্জাপুর	মির্জাপুর সদর, ফতেপুর, ভাতগ্রাম, মহেড়া, জামুর্কী, গোড়াই, ভাওড়া, লতিফপুর, তরফপুর, আগজানা, বাঁশতৈল, আনাইতারা	৫৫	১০৬৯	২০৩৫
১০.	ভূয়াপুর	ভূয়াপুর, গোবিন্দাসি, অলোয়া, ফলদা, আনাহুলা	২৯	৪৬৫	১৮৩৫
১১.	ধনবাড়ী	ধনবাড়ী, ধোপাখালী, উখারিয়াবাড়ী, মুশুদ্দি, পাইকসা	৩৪	৩২৫	১৬৮২
১২.	নাগরপুর	নাগরপুর, মামুদনগর, সহবতপুর, গয়হাটা, বেকড়া, মোকনা, ভাদ্রা, দপ্তিয়র	৬৩	২৩৭	১৯৫৫
১৩.	ভালুকা	উথুরা, কাচিনা, ডাকাতিয়া	১৩	২১০	১২৯০
১৪.	ফুলবাড়িয়া	রাঙ্গামাটিয়া, ফুলবাড়িয়া	০২	৪৫	২৬০
১৫.	শ্রীপুর	গাজীপুর, হবিরবাড়ী	০৩	৪৪	১৮৬
১৬.	কালিয়াকৈর	কালিয়াকৈর, শ্রীফলতলী, চাপাইর, আগজানা, সুত্রাপুর, মৌচাক	৪৫	২৯১	১৬৭১
১৭.	সাটুরিয়া	সাটুরিয়া, বলিয়াটী, ফুকরহাটী, দরগ্রাম	১৭	৭৫	১৫৯৫
১৮.	শিবালয়	মহাদেবপুর	০১	১৬	৪৩০
১৯.	দৌলতপুর	মিরপুর, জিয়নপুর, কলিয়া	১৮	৮৪	১২০৫
২০.	ঘিওর	ঘিওর, পয়লা, বরুটিয়া, কালিয়াখোড়া,	২৭	১৩২	১৫২০
২১.	ধামরাই	আমতা, দরগ্রাম, পৌরসভা, কলা, সমভাগ, ভারারিয়া, বালিয়া	৫৬	২৬১	২১১১
২২.	আশুলিয়া	পাথালিয়া	০৮	৬৪	৩২০
২৩.	মানিকগঞ্জ সদর	পৌরসভা, দীঘি, পাল্রা, বেতিলা, বানিয়াবাড়ী	২৮	১৪	১১৯১
২৪.	গাজীপুর সদর	কোনাবাড়ী, কড্ডা, গাছা, বোর্ড বাজার, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, সাতাইদ, হায়দ্রাবাদ	৩৫	১৪	১৬০১
মোট	২৪	১৩৬	১০৭৭	৫৩২৭৬	৬১৬১০

দ্বিতীয় অধ্যায়

মানব সম্পদ উন্নয়ন

স্থায়ীত্বশীল বা টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে মানব সম্পদ উন্নয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। কিন্তু মানব সম্পদ উন্নয়ন সূচকে এখনও বাংলাদেশ অনেকটা পিছিয়ে। ফলে এই বিশাল জনগোষ্ঠি বর্তমানে দেশের বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বেকার সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। অধিক জনসংখ্যা দেশের জন্য তখনই বোঝা হয়ে দাঁড়ায়, যখন তাদেরকে জনসম্পদে রূপান্তর করা না যায়। পক্ষান্তরে এই বিশাল জনগোষ্ঠিকে যদি জন সম্পদে রূপান্তর করা যায় তবেই দেশ থেকে দারিদ্র দূরীকরণ সম্ভব হবে। এ কাজটি করতে পারলে উন্নয়নের অপরাপর সূচকের পরিপূর্ণতা নিশ্চিত করা সহজতর হবে। কাজেই মানুষের শক্তিকে সম্পদে রূপান্তর বিষয়টি আজকের সময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা। তাই সেবা তার অভীষ্ট জনগোষ্ঠিকে সম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

উদ্দেশ্য ঃ

- জনশক্তিকে সম্পদে রূপান্তর করা
- কর্মসহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করা
- সাংগঠনিক আচরণ ও সংস্কৃতির চর্চা নিশ্চিত করা
- ব্যক্তির সুপ্ত প্রতিভা জাগিয়ে তোলা
- মানব সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা
- ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তে দলীয় দৃষ্টিভঙ্গিকে উৎসাহিত করা
- নৈতিকতা, সততা, নিষ্ঠা ও ইতিবাচক মনোভাব সহায়ক মৌলিক মূল্যবোধের চর্চা করা।

কার্যাবলী ঃ

কর্মীদের প্রশিক্ষণ, ওরিয়েন্টেশন, রিফ্রেসার্স কোর্সের মাধ্যমে দক্ষ করে গড়ে তোলা কর্মীদের স্থায়ীকরণ, পদোন্নতি এবং বিভিন্ন প্রকার প্রণোদনা সকলক্ষেত্রে ইমপ্যাক্ট যাচাই করে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

মানব সম্পদ বিভাগের কর্ম প্রক্রিয়া

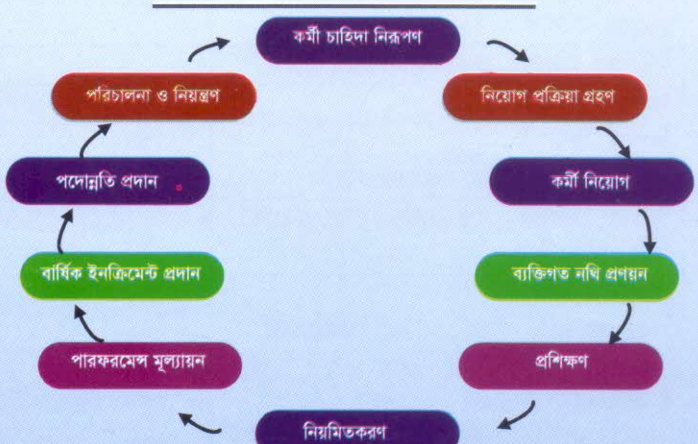

প্রতিষ্ঠানের জনবল ঃ (জুন ২০১৫ পর্যন্ত)

প্রকার	পুরুষ	মহিলা	মোট
স্থায়ী	২৩০	৬৮	২৯৮
শিক্ষানবীশ	৫৪	২৩	৭৭
খন্ডকালীন	--	৩৬	৩৬
মোট ঃ	২৮৪	১২৭	৪১১

সেবা দু'টি আঙ্গিকে মানব সম্পদ উন্নয়ন করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে যেমন;

* কর্মী উন্নয়ন

* অভীষ্ট জনগোষ্টির উন্নয়ন

১. কর্মী উন্নয়ন ঃ

কর্মী উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রথমে প্রশিক্ষণ বিভাগের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণ ও চাহিদার ভিত্তিতে কারিকুলাম ডিজাইন করে কর্মীদের উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হয়ে থাকে। এছাড়া অধিকতর উন্নত প্রশিক্ষণের প্রয়োজনে বিভিন্ন দাতা সংস্থা ও সহযোগি সংগঠনসমূহ যেমন; সি.ডি.এফ, এফ.এন.বি, বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন (বিএনএফ) ও মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এম.আর.এ) থেকে সেবা'র কর্মকর্তা ও কর্মীদের প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করানো হয়ে থাকে। সেবার বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাবৃন্দকে বিভিন্ন সেমিনার এবং ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণের সুযোগ দিয়ে তাদের অভিজ্ঞতা, দক্ষতা ও সার্বিক জ্ঞান বৃদ্ধির প্রয়াস চালানো হয়। সেবা নিম্নোক্ত প্রশিক্ষণ চক্রের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করে থাকে।

প্রশিক্ষণ চক্র ঃ

২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে কর্মী ওরিয়েন্টেশন ও প্রশিক্ষণ প্রদান সংক্রান্ত তথ্য ঃ

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণের বিষয়	ব্যাচ	সংখ্যা
১.	Foundation Training	৬	১৩১
২.	Pree Sevice orientation	৬	১৬৯
৩.	Monitoring & Supervision	১	৪০
৪.	Accounts Management	১	৩২
৫.	Leadership Development	১	৩২
৬.	Client's Satisfaction	৫	১২৫
৭.	Competency Development	২	৫০
	Total :	২২	৫৭৯

২. অভীষ্ট জনগোষ্ঠির উন্নয়ন ঃ

অভীষ্ট জনগোষ্ঠি/দলীয় সদস্যদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য সচেতনতামূলক বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ, আলোচনা সভা, বিষয় ভিত্তিক ওরিয়েন্টেশন ও পরামর্শ সভার আয়োজন করে থাকে। এটি সেবা'র একটি ধারাবাহিক কর্ম প্রক্রিয়া। সাধারণত সমিতির সাপ্তাহিক সভার দিন এই আলোচনা ও পরামর্শ সভা করা হয়ে থাকে।

২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে দলীয় সদস্যদের ওরিয়েন্টেশন প্রদান সংক্রান্ত তথ্য ঃ

ক্রমিক নং	ওরিয়েন্টেশনের বিষয়	জনসংখ্যা
১.	প্রাথমিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন	৪৫০
২.	বৃক্ষরোপণ ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় করণীয় বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন	৭৫০
৩.	সমিতির শৃঙ্খলা রক্ষায় করণীয়	১২৫০
৪.	শিশুশ্রম প্রতিরোধ বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন	১৫০
৫.	ঝড়েপড়া শিশুদের বিদ্যালয়গামীকরণ বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন	১২০
৬.	নবজাতক শিশুর স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও খাদ্য বিষয়ে সচেতনতা	৮০০
৭.	যৌতুক, তালাক ও বহুবিবাহ সংক্রান্ত	৬৫০
	মোট ঃ	৪১৭০

২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে দলীয় সদস্যদের বিভিন্ন আয়মূলক কাজে পরামর্শ সভা ও প্রশিক্ষণ প্রদান সংক্রান্ত তথ্য ঃ

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণ/ওরিয়েন্টেশনের বিষয়	জন (সংখ্যা)
১.	কৃষি সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন	৩৫০০
২.	ঋণের টাকা উৎপাদনশীল খাতে ব্যবহার বিষয়ক পরামর্শ সভা	১৮৫০
৩.	গরু-মোটাতাজাকরণ ও গাভী পালন বিষয়ক আলোচনা সভা	১৩৩০
৪.	দারিদ্র দূরীকরণে ছাগল পালন বিষয়ক সচেতনতামুলক আলোচনা সভা	৩২৬০
৫.	মৎস চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৯২০
৬.	হাঁস-মুরগি পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২২৫০
৭.	তাঁত শিল্পে সহায়তা ও উন্নয়ন বিষয়ক পরামর্শ সভা	১৮৫০
	মোট ঃ	১৪৯৬০

২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে কর্মী ও দলীয় সদস্যদের ওরিয়েন্টেশন, পরামর্শ সভা ও প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা সংক্রান্ত তথ্যাবলী ঃ

ওরিয়েন্টেশন (কর্মী) ঃ

ক্রমিক নং	ওরিয়েন্টেশনের বিষয়	জন (সংখ্যা)
১.	সমিতির সদস্য সন্তুষ্টিকরণ বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন	৫৬০
২.	আন্ত সর্ম্পক উন্নয়ন	২৫০
৩.	সাংগঠনিক আচরণ ও সংস্কৃতি	৪৫০
৪.	জরিপ, সঞ্চয় ও ঋণ	৮৫০
	মোট ঃ	২১১০

ফাউন্ডেশন ট্রেনিং-এ প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী পরিচালক রিভিউ সেশন পরিচালনা করছেন

Staff Training Plan 2015-2016:

#	Name of Month's	Course Title	Participants Level	Duration	Course Qty.	Qty.
1.	July	Pre-Service Orientation	For recruiting	01 day	1	40
2.	August	Foundation Training	New staff	05 days	1	25
3.	September	Pre-Service Orientation	for recruiting	01 day	1	40
		Strategic Management	ABO/BO/ABM	01 day	1	40
		Competency Development	Weak staff	01 day	1	30
4.	October	Foundation Training	New staff	05 days	1	25
5.	November	Client Protection Principles	AM/BM	01 day	1	23
		Client Protection Principles	AM/BM	01 day	1	22
		Pre-Service Orientation	For recruiting	01 day	1	40
6.	December	Foundation Training	New staff	05 days	1	25
7.	January	Pre-Service Orientation	for recruiting	01 day	1	40
		Responsibility Development	A/C	01 day	1	30
8.	February	Foundation Training	New staff	05 days	1	25
9.	March	External Training	BM & High officials	01 day	1	40
		Pre-Service Orientation	for recruiting	01 day	1	40
		Strategy On sustainable Development	All CM	01 day	8	200
10.	April	Leadership Development	ABO/BO/ABM	01 day	1	30
		Foundation Training	New staff	05 days	1	25
11.	May	Leadership Development	A/C	01 day	1	30
		Pre-Service Orientation	for recruiting	01 day	1	40
12.	June	Foundation Training	New staff	05 days	1	25
	Total:		--	--	**28**	**835**

ওরিয়েন্টেশন (দলীয় সদস্য) ঃ

ক্রমিক নং	ওরিয়েন্টেশনের বিষয়	জন (সংখ্যা)
১.	কৃষি সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন	৪৫০০
২.	ঋণের টাকা উৎপাদনশীল খাতে ব্যবহার বিষয়ক পরামর্শ সভা	২০০০
৩.	গরু মোটাতাজাকরণ ও গাভী পালন বিষয়ক আলোচনা সভা	১৫০০
৪.	দারিদ্র দূরীকরণে ছাগল পালন বিষয়ক সচেতনতামুলক আলোচনা সভা	৩৫০০
৫.	মৎস চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৮৫০
৬.	হাঁস-মুরগি পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২৫০০
৭.	তাঁত শিল্পে সহায়তা ও উন্নয়ন বিষয়ক পরামর্শ সভা	২০০০
	মোট ঃ	১৬৮৫০

ট্রেনিং (দলীয় সদস্য) ঃ

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণের বিষয়	জন (সংখ্যা)
১.	কর্মসংস্থান ও আয়বৃদ্ধিমূলক	৭৫০
২.	দারিদ্র দূরীকরণে ছাগল পালন বিষয়ক সচেতনতামুলক	৫০০
৩.	মৎস চাষ	৩০০
৪.	কৃষি সম্প্রসারণ/উন্নয়ন	৬০০
৫.	হাঁস-মুরগি পালন	৫০০
৬.	ছাগল পালন	৩৫০
৭.	গাভী পালন	২৫০
৮.	গরু মোটাতাজাকরণ	৪০০
	মোট ঃ	৩৬৫০

প্রতিষ্ঠানের সম্পদ ঃ

জমি ঃ

জেলা	উপজেলা	মৌজার নাম	জেএল	খতিয়ান নং	দাগ নং	জমির পরিমান
টাঙ্গাইল	টাঙ্গাইল	বিশ্বাস বেতকা	৮৭	এস এ খতিয়ান নং ৩৮২, নতুন খতিয়ান নং ১০৩, খারিজ খতিয়ান নং ৮৫৬	৭৬	৪ শতাংশ
	কালিহাতী	চারান	২১৫	১৮৬৫ আর এস খতিয়ান নং ১৫৫	২১৩৯	৯৫ শতাংশ

অফিস ইকুপমেন্ট ঃ

ক্রঃ নং	ইকুপমেন্ট	সংখ্যা	আসবাবপত্র	সংখ্যা	যানবাহন	সংখ্যা
১.	কম্পিউটার	১১	টেবিল	২৭৮	মোটর সাইকেল	১৮
২.	ল্যাপটপ	৮	চেয়ার (হাতল ওয়ালা)	১৮০	বাইসাইকেল	২৫
৩.	আই পি এস	২	আলমারী	১৬	মোটর কার	৪
৪.	ফটোকপি মেশিন	২	ফাইল ক্যাবিনেট	৫২		
৫.	টেলিভিশন	৩৪	বুক সেল্ফ	২		
৬.	ডিজিটাল ক্যামেরা	১	কম্পিউটার টেবিল	১১		
৭.	ভিসিডি	১	ষ্টিল আলমিরা	৪৪		
৮.	ভিডিও ক্যামেরা	১	চেয়ার	৩৫৮		
৯.	সিলিং ফ্যান	২৩৫	সোফা সেট	১২		
১০.	সাউন্ড সিষ্টেম	১	ব্যাটারী	২		
১১.	পি.এ.বি.এক্স মেশিন	১	খাট	১৫৫		
১২.	টেলিফোন	৭				
১৩.	মোবাইল	৩৭				
১৪.	টেবিল ফ্যান	৭				
১৫.	এসি	৮				

ট্রেনিং সেন্টার ঃ

ঠিকানা	আবাসিক/ অনাবাসিক	ক্লাস রুমের সংখ্যা ও ধারন ক্ষমতা	এসি/ নন এসি	ডাইনিং সুবিধা	রিসোর্সপার্সন
সেবা ট্রেনিং সেন্টার বিশ্বাস বেতকা, ময়মনসিংহ রোড, টাঙ্গাইল	আবাসিক	১টি ৩০ জন	এসি	আছে	আছে

উপকরণ ঃ (ট্রেনিং)

ক্রমিক নং	উপকরণের প্রকার/নাম	পরিমাণ
১.	চেয়ার	৩০
২.	ট্রেনিং টেবিল	২
৩.	বোর্ড	৩
৪.	কম্পিউটার	১
৫.	টেলিভিশন	১
৬.	ডিজিটাল ক্যামেরা	১
৭.	ভিসিডি	১
৮	ভিডিও ক্যামেরা	১
৯.	সাউন্ড সিস্টেম	১
১০.	মাল্টিমিডিয়া (প্রজেক্টর)	১
১১.	আই পি এস	১
১২.	এসি	২
১৩.	সিলিং ফ্যান	৬
১৪.	ওয়াল ফ্যান	২

তৃতীয় অধ্যায়

দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি

শুধুমাত্র ক্ষুদ্রঋণ দিয়ে দারিদ্র দূরীকরণ করা সম্ভব নয়। এজন্য প্রয়োজন উৎপাদনশীল বহুমুখী কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করা এবং এই প্রক্রিয়ায় দরিদ্রের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। তবেই দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব হবে। দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে সেবা'র ন্যায় মাইক্রো ফিন্যান্স ইন্সটিটিউট (এম এফ আই)-দের ভূমিকা অনেক। মাইক্রো ফিন্যান্স ইন্সটিটিউট গুলো এদেশের বেকারত্বের একটি বিরাট অংশকে চাকুরীর সুযোগ দানের মাধ্যমে দেশের বেকার সমস্যার সমাধানসহ নতুন নতুন কর্মসূচি পরিচালনা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে দিচ্ছে। এক্ষেত্রে সেবাও সাধ্যমত চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। সেবা বিশ্বাস করে এসব দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে দারিদ্রের কষাঘাত থেকে বের করে আনতে হলে নতুন নতুন বৈচিত্রময় আয়ের উৎস তৈরী বা নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা প্রয়োজন। আর এ জন্যে সর্বাগ্রে প্রয়োজন তাদের সচেতনতা ও দক্ষতা উন্নয়নের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় পুঁজি বা মূলধনের যোগান দেয়া। আর এ উপলব্ধি থেকেই সেবা ১৯৯৮ সাল থেকে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে এবং এই কার্যক্রমের আওতায় নিম্ন লিখিত কর্মসূচিগুলো অন্তর্ভূক্ত রয়েছে ঃ

কর্মসূচি ঃ

- সমিতি গঠন
- সঞ্চয় তহবিল গঠন
- দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ
- গণসচেতনতামূলক কার্যক্রম
- ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্প
- ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ প্রকল্প
- স্বাস্থ্য উন্নয়ন প্রকল্প
- ভিজিডি প্রকল্প
- কৃষির উন্নয়ন
- প্রতিবন্ধী সনাক্তকরণ প্রকল্প
- গৃহায়ন প্রকল্প
- ওয়াটসন প্রকল্প
- মাদার এন্ড চাইল্ড হেলথ্ কেয়ার প্রজেক্ট

সমিতি গঠন ঃ

তৃণমূল পর্যায়ের অবহেলিত, অসচেতন ও সুবিধা বঞ্চিত জনগণ বিশেষ করে দরিদ্র নারীদের নিয়ে সমিতি গঠণ করা হয়ে থাকে। সেবা বিশ্বাস করে যে, অসচেতন ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের মধ্যে যদি সচেতনতা বৃদ্ধি এবং তাদের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করা যায় তবেই ব্যক্তির, সমাজের ও দেশের উন্নয়ন সম্ভব। সেবার সকল উদ্যোগের মূলে রয়েছে সমিতি। সমিতির সদস্যদের সামাজিক সহায়তা ক্ষুদ্রঋণ সেবা এবং স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়। ঋণ গ্রহীতারা যাতে ঋণের অর্থ উৎপাদনশীল খাতে ব্যবহার করতে পারেন, সেজন্য তাদেরকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা হয়। বর্তমানে ২২২৮টি সমিতির মাধ্যমে সেবা সংস্থা দরিদ্রদের জন্য পরিচালিত বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মকান্ড পরিচালনা করছে এবং এই সমিতিগুলোতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে অভীষ্ঠ জনগোষ্ঠিরা নিজেদের ভাগ্যের উন্নয়ন ঘটাচ্ছেন।

সমিতি সংক্রান্ত তথ্য ঃ (৩০ জুন ২০১৫ পর্যন্ত)

সমিতি	সংখ্যা
মহিলা সমিতি	২০০২
পুরুষ সমিতি	২২৬
মোট ঃ	২২২৮

সদস্যগণ সঞ্চয়ের টাকা বুঝে নিচ্ছেন

সঞ্চয় তহবিল গঠন ঃ

সেবা সংস্থার মূল উদ্দেশ্য হলো সদস্যদের স্বাবলম্বী করার মাধ্যমে তাদের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা। আর সাবলম্বীতা নিশ্চিত করতে হলে, নিজস্ব সঞ্চয় তহবিল গঠনের কোন বিকল্প নেই। তাছাড়া সাবলম্বিতার অন্যতম পূর্বশর্ত হলো নিজের অর্থ ও সম্পদ নিজেই বিনিয়োগের মাধ্যমে উপার্জন করা। সাধ্যমত সঞ্চয় করে নিজের পুঁজি নিজেই ব্যবহারের মাধ্যমে ধীরে ধীরে স্বনির্ভর হওয়া যায়, এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সেবা'র সদস্যদের সঞ্চয়ের প্রতি আগ্রহী করে তোলা হয়। সদস্যদের মধ্যে সঞ্চয়ী মনোভাব সৃষ্টি করে সঞ্চয়কে নিরাপদ রাখার জন্য সেবা সদস্যদের সঞ্চয় করানোর মাধ্যমে তিন ধরনের সঞ্চয় করার সুযোগ দিয়ে থাকে, এগুলো যথাক্রমে; বাধ্যতামূলক সঞ্চয়, স্বেচ্ছা সঞ্চয় ও নিরাপত্তা সঞ্চয়। সঞ্চয়ের অর্থ যে কোন প্রয়োজনে তারা ব্যবহার করতে পারে। জমাকৃত সঞ্চয়ের বিপরীতে প্রতি বছর দুই বার সদস্যরা মুনাফা পেয়ে থাকে।

বিগত ৫ বছরের সঞ্চয় আদায় হারের চিত্র নিম্নরূপ ঃ

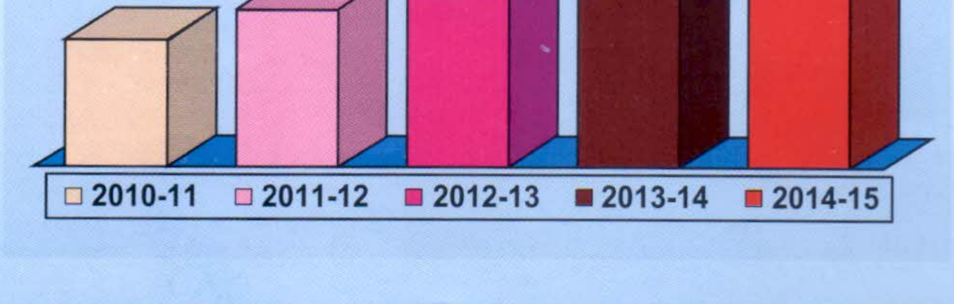

চতুর্থ অধ্যায়

ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি

ক্ষুদ্রঋণ ঃ

বাংলাদেশ বর্তমানে ক্ষুদ্রঋণের মাদার কান্ট্রি হিসেবে পরিচিত এবং সমাদৃত। সমীক্ষায় দেখা গেছে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় হল মূলধন ও কর্মের অভাব। কারণ দারিদ্র মানুষ ব্যাংকিং প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারে না। তাদের জামানত দেয়ার মত তেমন কিছু নেই। কাজেই প্রচলিত ব্যাংক ব্যবস্থায় দারিদ্র মানুষকে ঋণ প্রদানে অনীহা পরিলক্ষিত হয়। নারীদের ক্ষেত্রে এই অনীহা আরও প্রকট। পূঁজির অভাবে তারা দেশের সার্বিক উন্নয়নে তেমন কোন ভূমিকা রাখতে পারছে না। এই উপলব্ধি থেকে ক্ষুদ্রঋণের উদ্ভব হয়। ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থায় দরিদ্র মানুষ তথা দরিদ্র নারীকে উন্নয়নের কেন্দ্র বিন্দুতে রাখা হয়েছে। দারিদ্র সমস্যা থেকে দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে বের করে আনতে ক্ষুদ্রঋণের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দারিদ্র দূরীকরণে এর গুরুত্ব ও গ্রহণযোগ্যতা সারাবিশ্বে স্বীকৃত। বর্তমানে বিশ্বের প্রায় ১০০টি দেশে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। পূর্বে ক্ষুদ্রঋণ সম্পর্কে কারো কারো বিরূপ ধারনা থাকলেও এখন এর পরিবর্তন হয়েছে। বর্তমানে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ক্ষুদ্রঋণের অর্জণ অনস্বীকার্য। এরকম পটভূমি এবং লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই সেবা ১৯৯৮ সাল থেকে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে ঋণ সহায়তা দেয়ার জন্য টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, গাজীপুর মানিকগঞ্জ ও ঢাকা জেলার ২৪টি উপজেলায় ৩৩টি শাখার মাধ্যমে ১৩৬টি ইউনিয়নের ১০৭৭টি গ্রামে এপর্যন্ত ৫২১,১৮,৯৭,০০০/= টাকা ঋণ বিতরণ করেছে। সহজ শর্তে ঋণ বিতরণ করায় অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর মাঝে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দিপনার সৃষ্টি হয়েছে। ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে সদস্যদের দৈনন্দিন আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় তাদের সামাজিক মর্যাদাও বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিবারের সদস্যদের মাঝে সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটেছে এবং উন্নয়ন কর্মকান্ডে মহিলাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ উন্নয়ন ধারাকে আরও তরান্বিত করেছে। এই ঋণ কার্যক্রমের আরও বিস্তৃতি ঘটানোর লক্ষ্যে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে সেবা'র ১৭টি শাখা বৃদ্ধির কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

- আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে নারীদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি
- কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি
- দারিদ্র বিমোচন ও সামাজিক উন্নয়ন
- ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃষ্টি
- নারীর ক্ষমতায়ন ও অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধি
- খাদ্য নিরাপত্তার নিশ্চিত করণে সহযোগিতা
- ব্যবসা-বানিজ্যের পরিধি সম্প্রসারণ
- কৃষি খাতের উন্নয়ন

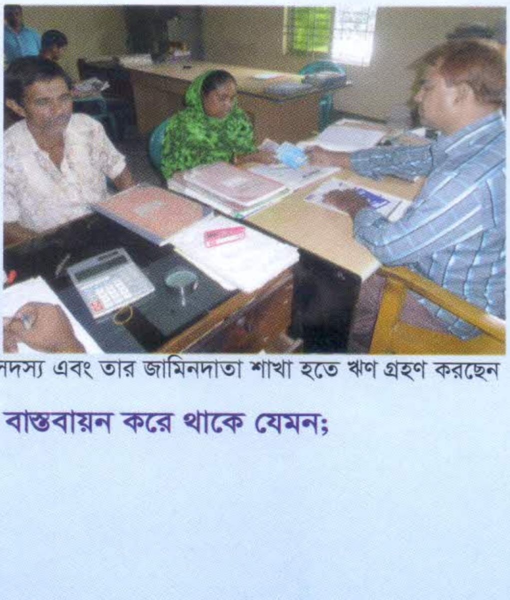

সদস্য এবং তার জামিনদাতা শাখা হতে ঋণ গ্রহণ করছেন

সেবা ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচিকে দুই ভাগে বিভক্ত করে মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন করে থাকে যেমন;

- MC (Micro Credit)
- ME (Micro Enterprise)

MC এর উদ্দেশ্য ঃ

- তৃণমূল পরিবারে নারীদের ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি করা
- বাড়তি আয়ের উৎস সৃষ্টি করা
- দারিদ্রের দুষ্টচক্রকে প্রতিরোধ করা।
- কর্মক্ষমতা ও দক্ষতার প্রয়োগ ঘটানো
- কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা
- দরিদ্র মানুষের নিজের শ্রম নিজের কাজে বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি
- মহাজনী শোষণের হাত থেকে সদস্যদের রক্ষা করা।

ME এর উদ্দেশ্য ঃ

উৎপাদনমূখী উদ্যোগ গ্রহণে উৎসাহিত করা
মানসম্মত পন্যের উৎপাদন ও ব্যবহার নিশ্চিত করা
কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা
ক্ষুদ্র ব্যবসা বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকল্পের পরিধি সম্প্রসারণ করা
উদ্যোগীদেরকে উন্নয়নে সম্পৃক্তকরণ

ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির আওতায় ঋণের খাতগুলো হলো ঃ

ক্ষুদ্র ব্যবসা ঃ

গ্রামীণ ও শহরের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী যারা ছোট খাট ব্যবসা করে নিজে আত্মনির্ভরশীল হতে চায় তাদেরকে এই খাতে ঋণ প্রদান করা হয়ে থাকে। সেবা ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে ক্ষুদ্র ব্যবসার উন্নয়নে ১৯৪৯৯ জন সদস্যকে ৬৭,৮৫,৮৬,০০০/- টাকা ঋণ বিতরণ করেছে।

ক্ষুদ্র ব্যবসা খাতে ঋণ গ্রহণকারী একজন সদস্য

এ খাতে ঋণ বিতরণের উদ্দেশ্য হলো ঃ

ব্যবসায়ের প্রসার ঘটানো
সদস্যদের আত্মনির্ভরশীল করে তোলা
গ্রামীণ অর্থনীতির ভীত মজবুত করতে সহায়তা প্রদান
প্রত্যন্ত অঞ্চলে অর্থের তারল্য বৃদ্ধিতে সহায়তা
নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষপত্র প্রাপ্তিতে সহজলভ্যতা।

তাঁত শিল্প ঃ

শিল্পায়নের এই যুগে হস্ত চালিত তাঁত শিল্প তার অস্তিত্ব সংকটে পড়েছে। এ শিল্পে নিয়োজিত তাঁতীগণ তাদের পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্যবাহী এ শিল্প টিকিয়ে রাখতে হিমশিম খাচ্ছে। ফলে তাদের অনেকেই পূর্বপুরুষের ব্যবসা ছেড়ে অন্য পেশায় আত্মনিয়োগ করছে। এ শিল্পে নিয়োজিত তাঁতীগণ তাদের ঐতিহ্য হারাতে বসেছে। অথচ এখনও টাংগাইলের শাড়ী গুণে ও মানে সমৃদ্ধ। সেবা' বল্লা, পাথরাইল, আইসড়া ও বাসাইল শাখার মাধ্যমে টাঙ্গাইলের তথা বাংলাদেশের ঐতিহ্য তাঁত শিল্পের উন্নতি কল্পে তাঁতীদের মাঝে ঋণ বিতরণ করছে। তাছাড়া তাঁত শিল্পের আধুনিকায়নের জন্য সদস্যদের নিয়ে মাঝে মাঝে আলোচনা সভা ও পরামর্শ সভা করা হয়ে থাকে। এর ফলে কাপড়ের গুণগতমান, রং, সুতার ব্যবহার, ডিজাইন এবং বাজারজাতকরণ সম্পর্কে সচেতনতা বেড়েছে এবং তারা তৈরীকৃত পণ্যের যথাযথ মূল্য পাচ্ছে। এদের মধ্যে অনেকে ক্ষুদ্র উদ্দ্যোক্তায় পরিণত হয়েছে। এই শিল্পে মহিলা-পুরুষ যৌথভাবে কাজ করার ফলে সদস্যদের মধ্যে জেন্ডার সংবেদনশীলতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। সেবা ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে তাঁত শিল্পের উন্নয়নে ২৬২০ জন সদস্যকে ১০,৪৮,০০,০০০/- টাকা ঋণ বিতরণ করেছে।

তাঁত শিল্পে ঋণ গ্রহণকারী কর্মরত তাঁতী

কৃষি ঃ

বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। দেশের প্রায় ৬২% মানুষ সরাসরি কৃষির সংগে জড়িত। এবং প্রায় ৭০% লোক প্রতক্ষ্য ও পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। এখনো কৃষিখাত কর্মসংস্থানের শেষ আশ্রয়স্থল বিবেচিত। এখনো বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কৃষি খাতের উপর নির্ভরশীল। জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে কৃষিখাত এখনো সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পেয়ে থাকে। দেশের শ্রম শক্তির প্রায় অর্ধেক কৃষি খাতে নিয়োজিত। কিন্তু এই কৃষি খাতে নির্ভরতা ও সম্ভাবনার পাশাপাশি বিভিন্ন ধরণের ঝুঁকি রয়েছে। যেমন প্রাকৃতিক দূর্যোগ, জমির অপ্রতুলতা, উন্নত কৃষি প্রযুক্তি ও উপকরণের অভাব। দেশের দারিদ্র বিমোচন করতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন কৃষি সেক্টরের উন্নয়ন সাধন করা। দরিদ্র জনগণের উন্নয়ন তখনই সম্ভব হবে যখন তাদের খাদ্যের চাহিদা পূরণ হবে। সেই লক্ষ্যে সেবা'র কর্ম এলাকা গুলোতে সহজ শর্তে কৃষি খাতে ঋণ বিতরণ করে আসছে। সেবা ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে ৮৯৭০ জন সদস্যকে কৃষি কাজে প্রযুক্তি সহায়তা এবং ২২,৮৭,৩৫,০০০/- টাকা ঋণ বিতরণ করেছে।

কৃষি খাতে ঋণ সহায়তার উদ্দেশ্য ঃ

কৃষিতে নারীদের অধিক সম্পৃক্তকরণ
কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানো
কৃষির উৎপাদন সম্প্রসারণ ও বৃদ্ধি
দেশের খাদ্য চাহিদা পূরণ
কৃষকদের জীবন মানের উন্নয়ন
শস্যের বহুমূখীতা নিশ্চিতকরণ।

কৃষি খাতে ঋণ গ্রহণকারী একজন সদস্য তার সবজি বাগান পরিচর্যা করছে

রিক্সা/ভ্যান ক্রয়ে ঋণ সহায়তা ঃ

সদস্যদের দ্রুত স্বনির্ভর করার জন্য রিক্সা/ভ্যান ক্রয় খাতে ঋণ প্রদান অত্যন্ত উপযোগি একটি খাত। সেবা সংগঠনের সদস্যদের দৈনন্দিন আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে রিক্সা/ভ্যান ক্রয় খাতে ঋণ বিতরণ করে থাকে। এখাতে ঋণ নেয়ার প্রধান সুবিধা হলো দৈনিক আয় করা যায়, যা দিয়ে দৈনন্দিন খরচ চালানোর পাশাপাশি সাপ্তাহিক কিস্তি পরিশোধ করে আত্মনির্ভরশীল হওয়া যায়। সেবা সংস্থা ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে ভ্যান ক্রয়ের জন্য ১৬৪৩ জন সদস্যের মাঝে ৩,০৩,৯৬,০০০/- টাকা ঋণ বিতরণ করেছে।

রিক্সা/ভ্যান খাতে ঋণ সহায়তার উদ্দেশ্য ঃ

- আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন।
- গ্রামীন যোগাযোগ ব্যবস্থার সহজীকরণ
- উৎপাদন পরিবহন ও পণ্যের আদান-প্রদান সহজীকরণ
- কর্মসংস্থান সৃষ্টি

রিক্সা/ভ্যান খাতে ঋণগ্রহণকারী সদস্যের স্বামী ভ্যান রিক্সায় মালামাল পরিবহন করছে

গবাদি পশু পালন ঃ

কৃষিখাতে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে বর্তমানে বাংলাদেশের কৃষক পরিবারে গবাদি পশুপালন আশংকা জনক হারে হ্রাস পাচ্ছে। কিন্তু মানব দেহের অত্যাবশ্যকীয় প্রাণীজ আমিষের চাহিদা পূরণ, জমিতে চাষাবাদ, মাংস, দুধ ও দুগ্ধজাত খাদ্য উৎপাদন, চামড়াজাত দ্রব্যাদি উৎপাদন ও রপ্তানীতে গবাদি পশুর গুরুত্ব অপরিসীম। ফলে দিন দিন প্রাণীজ আমিষের ঘাটতি বেড়েই চলেছে, যদিও বর্তমানে কিছু কিছু মানুষ বাণিজ্যিকভাবে গবাদি পশু প্রতিপালন করলেও চাহিদার তুলনায় তা খুবই সীমিত এবং দরিদ্র মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যাচ্ছে। এসব দিক বিবেচনায় রেখে সেবা'র কর্ম এলাকায় গবাদি পশু পালন খাতে ঋণ বিতরণের পাশাপাশি বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, পরামর্শ সভা, আলোচনা সভা করে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়ে থাকে। এতে সদস্যরা উদ্বুদ্ধ হয়ে গবাদি পশু পালন খাতে ঋণ নিয়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উন্নত জাতের গবাদি পশু পালন করছে। আবার কেউ কেউ বাণিজ্যিক ভাবে গবাদি পশু পালন করছে এর মধ্যে গাভী পালন ও গরু মোটাতাজাকরণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এতে শুধু তারা নিজেরাই লাভবান হচ্ছে তাই নয়, নতুন নতুন কর্মসংস্থানেরও সৃষ্টি হচ্ছে। সেবা ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে এ খাতে ৩২৭১ জন সদস্যের মাঝে ৯,৮১,৩০,০০০/- টাকা ঋণ বিতরণ করেছে।

গবাদীপশু পালনে ঋণ সহায়তার উদ্দেশ্য ঃ

চামড়া ও চামড়াজাত শিল্পের উন্নয়ন
প্রাণীজ আমিষের চাহিদা পুরণ ও পুষ্টিমান বৃদ্ধিকরণ
আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন
অর্থনৈতিক উন্নয়ন
দুধ ও দুগ্ধজাত খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি
কর্মসংস্থান সৃষ্টি।

গবাদি পশু প্রতিপালন খাতে ঋণগ্রহণকারী একজন সদস্য তার গাভীর পরিচর্যা করছে

হাঁস-মুরগি পালন ঃ

প্রাচীন কাল থেকেই বাংলার ঘরে ঘরে হাঁস-মুরগি পালনের রেওয়াজ প্রচলিত আছে। গ্রামের খুব কম পরিবারই আছে যারা হাঁস-মুরগি পালন করে না। এখনো গ্রামের অধিকাংশ দরিদ্র মানুষের অতিথি সেবার প্রধান উৎস হলো হাঁস-মুরগির ডিম ও মাংস। কিন্তু তৃণমুল পর্যায়ে দেশের বেশিরভাগ মানুষ পরিকল্পিতভাবে হাঁস-মুরগি পালন এবং এর আয় ব্যয় হিসেব করে না। ফলে উৎপাদনের পূর্ণ সুফল ভোগ করতে ব্যর্থ হয়। সেবা মনে করে তাদেরকে যদি প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ দিয়ে সচেতন করা যায় এবং বৈজ্ঞানিক ভাবে হাঁস-মুরগি পালনের জন্য উৎসাহিত করা যায় তবে দরিদ্র মানুষের উন্নয়নের পাশাপাশি তা দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে। সেই লক্ষ্যে সেবা সদস্যদের মাঝে হাঁস-মুরগি পালন খাতে ঋণ বিতরণ করে আসছে। এ উৎস থেকে প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় পরিবারের সদস্যদের প্রোটিন চাহিদারও যোগান আসে। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে সেবা সংস্থা ৩৩২১ জন সদস্যকে হাঁস-মুরগি পালনে ৪,৯৮,১৫,০০০/- টাকা ঋণ বিতরণ করেছে।

হাঁস-মুরগি প্রতিপালন খাতে ঋণগ্রহণকারী একজন সদস্য তার হাঁসের পরিচর্যা করছে

কেইস স্ট্যাডি-০১

"জীবন সংগ্রামে অপরাজিতা এক নারী সৈনিক ফাতেমা"

নারীরা উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাওয়া মানেই দেশ তথা জাতি উন্নতির দিকে এগিয়ে যাওয়া। এরই ধারাবাহিকতায় বর্ণনা করা হলো টাঙ্গাইল জেলার ঘাটাইল উপজেলার রসূলপুর ইউনিয়নের অর্ন্তগত শালিয়াবহ গ্রামের এক হতভাগা নারী ফাতেমা'র জীবন খন্ডাংশের হৃদয়ছোঁয়া কাহিনী।

ফাতেমার স্বামী আঃ হাকিমের নির্যাতন আর অত্যাচারে ঘর সংসার করতে না পেরে একমাত্র পুত্র সন্তান হাবিবুল্লাহকে নিয়ে চলে আসেন মামা আলীবরের নিকট। মামা আলীবরের অভাব-অনটনের সংসার, অভাবের তাড়নায় সেখানেও ঠাঁই হলো না ফাতেমার। কঠিন সমস্যায় পড়ে যান ফাতেমা। উপায়ান্তর না দেখে বাচাঁর জন্য নেমে পড়েন কঠিন জীবন সংগ্রামে। চলতে থাকে তার অব্যাহত কর্ম প্রচেষ্টা। পরের বাড়ীতে দিনমজুরের কাজ করতে করতে হাঁপিয়ে ওঠেন ফাতেমা। ভাবতে থাকেন নিজের পায়ে কিভাবে দাঁড়ানো যায়। দিনমজুরের কাজ করে সামান্য কিছু পুঁজি জমা করেন। ভাবতে থাকেন এত অল্প টাকা দিয়ে কি করা যায়। এরপর ছোট্ট ছেলে হাবিবুল্লাহকে দিয়ে আইসক্রীম বিক্রি করান হাটে-বাজারে। ফাতেমার কায়িকশ্রমে এবং ছেলের উপার্জিত অর্থ পুঁজি গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। সীমাহীন কষ্টের ভেতর দিয়ে ৪/৫টি বছর পার হতে থাকে। স্বপ্ন তার একটাই নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে জীবনযুদ্ধে জয়ী হবো।

দিন যায়, মাস আসে, মাস যায় বছর আসে, ফাতেমা ভাবেন ছোট একটি মুরগির খামার করবেন। এজন্য টাকার প্রয়োজন। ঠিক এমনই সময় সেবা'র গারোবাজার শাখার কর্মী নিকটবর্তী বাড়ীতে সেবা সংস্থার সুযোগ-সুবিধার কথা আলাপ আলোচনা করছিলেন। আলোচনা শুনে ফাতেমা কর্মীর নিকট তার পরিকল্পনার কথা বর্ণনা করেন, কর্মীও তাকে এবিষয়ে উৎসাহিত করেন। অবশেষে গত ২০/০৯/২০১০ তারিখ ফাতেমা সদস্য হিসেবে ভর্তি হয়ে প্রায় তিন মাস নিয়মিত সঞ্চয় জমা করার পর ১০/০১/২০১১ তারিখে চল্লিশ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করেন।

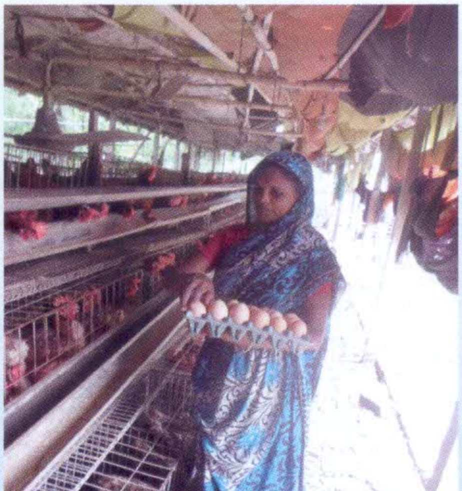

নিজের খামারে কর্মরত ফাতেমা

এরপর ঘাটাইল যুব সমাজের সহায়তায় শুরু করেন মুরগি পালন। ২৫০টি মুরগীর বাচ্চা লালন-পালন দিয়ে শুরু হলো ভবিষ্যত পরিকল্পনার নবযাত্রা। এরপর পর্যায়ক্রমে ১০০০ ব্রয়লার বাচ্চা লালন পালন করেন। প্রতিমাসে বয়লার মুরগি বিক্রির (আয়ের অংশ) জমাতে থাকে সে। এভাবে চলতে থাকে কিছুদিন। অতপর মা ও পুত্র মিলে গড়ে তোলেন লেয়ার মুরগির খামার। প্রথমে ৫০০ মুরগির বাচচা দিয়ে খামার সাজান। আস্তে আস্তে মুরগির বাচ্চা বড় হতে থাকে। ৬/৭ মাসের মাথায় ডিম দেওয়া শুরু করে। মুরগির ডিম দেখে ফাতেমার মন আনন্দে ভরে ওঠে। ডিম বিক্রির টাকা দিয়ে খামার বড় করতে থাকে। ফাতেমার পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী খামারে ২২০০ মুরগির বাচ্চা তোলা হয়। বাচ্চা লালন পালন করতে করতে একসময় নিয়মিত ডিম দেয়া শুরু করে, প্রতিদিন গড়ে ৬/৭ হাজার টাকার ডিম বিক্রি দেখে ফাতেমার চোখমুখ উজ্জল হয়ে ওঠে।

ফাতেমার বাড়ীতে এখন ছোট বড় ৬/৭টি মুরগির খামার নির্মিত হয়েছে। জমি জমা কিছুই ছিল না। বর্তমানে প্রায় ১০০ শতাংশ জমি ক্রয়সূত্রে মালিক হয়েছেন। ফাতেমার সমিতির নাম শালিয়াবহ মহিলা সমিতি, সমিতি নং-৭ সদস্য নং-৩৪৫০ হিসাব নং-১৫। পূর্বে ৩/৪ দফা ঋণ গ্রহণ করে সফলভাবে পরিশোধ করেছেন। সর্বশেষ ফাতেমা ১ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করেছেন। বাড়ীর সাথেই কলাবাগান, ৯৫ হাজার টাকার কলা বিক্রি করেছেন এবছর। বাড়ীতে ফাতেমা ৭০,০০০/- (সত্তুর হাজার) টাকা দিয়ে বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট করেছেন, না দেখলে বিশ্বাস হবে না, কি উন্নয়ন করেছে ফাতেমা। সমাজে তার মান-সম্মান বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি এখন মুরগি পালনের উপদেশবানী নানা মানুষকে দিয়ে থাকেন। জীবন সংগ্রামে অপরাজিতা নারী সৈনিক ফাতেমা এখন স্বাবলম্বী নারী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছেন। ফাতেমার ভবিষ্যত পরিকল্পনা হলো ডিম ও খাদ্য পরিবহনের জন্য ছোট একাটি ট্রাক ক্রয় করা। আধুনিক একটি বড় খামার তৈরী করার স্বপ্নও তিনি এখন দেখছেন।

গৃহঋণ ঃ

মানুষের মৌলিক চাহিদার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে আবাসন। বর্তমানে বাংলাদেশে আবাসন সমস্যা একটি বড় চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। গৃহ নির্মাণ সামগ্রীর দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় স্বল্প আয়ের মানুষের পক্ষে গৃহ নির্মাণ দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে। অপরিকল্পিত ভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে এই সমস্যা দিন দিন প্রকট আকার ধারণ করছে। একারণে সেবা ক্ষুদ্র ঋণের পাশাপাশি গৃহ নির্মাণ খাতেও ঋণ বিতরণ করে আসছে। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে সেবা নিজস্ব তহবিল হতে ৩০০৭ জন সদস্যকে তাদের আবাসন সমস্যা সমাধানে ১৫,০৩,৫০,০০০/- টাকা ঋণ বিতরণ করেছে।

নলকূপ ঋণ ঃ

সারাবিশ্বের দুই তৃতীয়াংশ পানি হলেও ব্যবহার উপযোগী পানির পরিমান খুবই নগন্য। পৃথিবীর সর্বমোট পানির মাত্র ৩ শতাংশ হলো মিঠা পানি বা ব্যবহার উপযোগী। নিরাপদ পানি বলতে সাধারনত রোগ জীবানুমুক্ত, আর্সেনিকমুক্ত এবং এ জাতীয় বিষাক্ত উপাদান মুক্ত পানিকে বুঝায়। যেমন- আর্সেনিকমুক্ত নলকূপের পানি। কিন্তু বাংলাদেশের সর্বত্রই নিরাপদ পানির অভাব রয়েছে। যার ফলে বিভিন্ন পানি বাহিত রোগ বালাই লেগেই থাকে। এ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হলে নিরাপদ পানির ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। এরই ধারাবাহিকতায় নলকূপ স্থাপনের জন্য সেবা ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে ২১১৮ জন সদস্যকে ২,১১,৮০,০০০/- টাকা ঋণ বিতরণ করেছে।

বিতরণকৃত নলকূপে নিরাপদ পানি পান

স্যানিটেশন ঋণ ঃ

বাংলাদেশের স্যানিটেশন ব্যবস্থ্যা এখনো অত্যন্ত নাজুক পর্যায়ে রয়ে গেছে। যদিও স্বাধীনতা উত্তর সরকারি বে-সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এ ব্যাপারে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তবে আশার কথা হলো, বাংলাদেশের মানুষ এখন এ ব্যাপারে অনেক সচেতন। এনজিওগুলো এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সেবাও পিছিয়ে নেই। সেবা সূচনা লগ্ন থেকেই সদস্যদের সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি এখাতে সহজ শর্তে ঋণ বিতরণ করে আসছে। সেবা ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে সদস্যদের স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার ব্যবহার বৃদ্ধি ও উদ্বুদ্ধকরণ প্রশিক্ষণসহ ৩৬৫২ জন সদস্যকে ৪,৩৮,২৪,০০০/- টাকা ঋণ বিতরণ করেছে।

উদ্দেশ্য সমূহ ঃ

পারিবারিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা
স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ
স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণ
ডায়েরিয়া ও কলেরার মত প্রাণঘাতি রোগ প্রতিরোধ করা।

স্যানিটেশন প্রকল্পের আওতায় সদস্যদের মাঝে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা বিতরণের জন্য উপকরণ তৈরীর কাজ চলছে

মৎস্য চাষ ঃ

এক সময় বাংলাদেশের নদী নালা, খাল বিল, হাওর বাওর ও পুকুরে প্রচুর মাছ পাওয়া যেত। কিন্তু অপরিকল্পিত ভাবে রাস্তাঘাট নির্মাণ, নদী শাসন, খাল বিল ভরাট করে বাড়ী ঘর তৈরী ও নগরায়নের ফলে মাছ বেড়ে উঠার প্রাকৃতিক উৎসগুলো আশংকাজনক ভাবে হ্রাস পাচ্ছে। ফলে মাছের উৎপাদন কমে যাচ্ছে কিন্তু চাহিদা বেড়ে যাচ্ছে অনেক। এখনও আমাদের দেশের মানুষের খাদ্য তালিকায় প্রেটিনের সর্বোচ্চ যোগান আসে মাছ থেকে। এসব দিক বিবেচনা করে সেবা মৎস্য চাষ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে দলীয় সদস্যদের সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি এ খাতে ঋণ দিয়ে থাকে। সেবা ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে মৎস চাষে উদ্বুদ্ধকরণ প্রশিক্ষণসহ মৎস খামার তৈরীতে ১৭৩২ জন সদস্যকে ৬,৯২,৮০,০০০/- টাকা ঋণ বিতরণ করেছে।

উদ্দেশ্য সমূহ ঃ

প্রাণীজ আমিষের চাহিদা পুরণ ও পুষ্টিমান বৃদ্ধি
কর্মসংস্থান সৃষ্টি।
পরিত্যক্ত পুকুর, ডোবা, নালাসহ স্থানীয় সম্পদের ব্যবহার নিশ্চিতকরণ
আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন
মৎস্য চাষকে উৎসাহিত করণ

ঋণ কার্যক্রমের আওতায় মৎস প্রকল্পের অন্তর্ভূক্ত একজন উপকারভোগীর পুকুরে মাছ ধরার চিত্র

২০১৪-১৫ অর্থ বছরে বিভিন্ন খাতে ঋণ বিতরণ সংক্রান্ত তথ্য ঃ

ক্রমিক নং	বিতরণকৃত ঋণের খাত সমূহ	সংখ্যা (জন)	টাকা
১.	ক্ষুদ্র ব্যবসা	১৯৪৯৯	৬৭,৮৫,৮৬,০০০/-
২.	তাঁত শিল্প	২৬২০	১০,৪৮,০০,০০০/-
৩.	কৃষি	৮৯৭০	২২,৮৭,৩৫,০০০/-
৪.	রিকসা/ভ্যান ক্রয়	১৬৪৩	৩,০৩,৯৬,০০০/-
৫.	গবাদী পশু পালন	৩২৭১	৯,৮১,৩০,০০০/-
৬.	হাঁস-মুরগি পালন	৩৩২১	৪,৯৮,১৫,০০০/-
৭.	গৃহায়ন	৩০০৭	১৫,০৩,৫০,০০০/-
৮.	নলকূপ	২১১৮	২,১১,৮০,০০০/-
৯.	স্যানিটেশন	৩৬৫২	৪,৩৮,২৪,০০০/-
১০.	মৎস চাষ	১৭৩২	৬,৯২,৮০,০০০/-
	মোট ঃ	৪৯৮৩৩	১৪৭,৫০,৯৬,০০০/-

ঋণ বীমা কার্যক্রম ঃ

সদস্যদের মাঝে ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণের মাধ্যমে তাদের স্বনির্ভর করে তোলাই সেবা সংস্থার মূল লক্ষ্য। এক্ষেত্রে সদস্যগণ ঋণ গ্রহণ করার সময় ঋণ বীমার আওতায় আসতে হয়। ঋণের মেয়াদ কালীন সময়ে কোন সদস্য বা তার ১ম জামিনদাতার মৃত্যুজনিত কারণে গ্রহণকৃত ঋণ যাতে পরিবারের বোঝা না হয়ে দাঁড়ায় সেদিকে লক্ষ্য রেখেই সেবা ঋণবীমা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। ঋণের মেয়াদকালীন সময় পর্যন্ত বীমার মেয়াদ বলবৎ থাকে। প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এ পর্যন্ত ঋণবীমা খাতে ৫০৯ জনকে ৭৬,৭২,৬২২/= টাকা ঋণবীমা পরিশোধ করা হয়েছে।

ঋণ বীমার উদ্দেশ্য ঃ

সদস্য অথবা জামিনদাতাকে মৃত্যুজনীত কারণে ঋণের দায় হতে মুক্তি।
পরিবারে উপযুক্ত ব্যক্তি থাকলে তাকে সদস্য করে প্রয়োজন সাপেক্ষে পূণরায় ঋণ সহায়তা দেয়া।
সদস্যের নমিনিদেরকে সদস্যের সঞ্চয়ের টাকা ফেরত দেয়া।

সদস্য মৃত্যুর পর নমিনীকে ঋণবীমা পরিশোধ করার চিত্র

কেইস স্ট্যাডি-২

জীবন সংসারে অদম্য এক নারী নাছিমা

মানুষের যখন সহায়-সম্বল, ধন-সম্পত্তি টাকা-পয়সা না থাকে তখন জীবনাতিপাত করা কতটা যে কষ্টের তা এই পৃথিবীতে আমার চেয়ে বেশি আর কেউ মনে হয় টের পায়নি। আমি নাছিমা আমার স্বামী মোঃ মগরব আলী। আজ থেকে ৬ বছর আগে যখন আমার ঘরে ছিলনা চাল, পড়নে ছিল জীর্ণ কাপড় তখন ৪ সন্তান (২ ছেলে-২ মেয়ে) নিয়ে অভাবের তাড়নায় দিশেহারা, আত্মীয় স্বজনের নিকট থেকেও কোন সহযোগিতা পাচ্ছিলাম না, ঠিক তখনই আমি সন্ধান পাই সেবা'র। মনে খুব সংশয় নিয়ে এক পা দু'পা করে এগিয়ে গেলাম পাশের বাড়ীতে, সমস্ত সংশয় সংকোচ বিসর্জন দিয়ে যে স্যার সমিতি কালেকশন করে তাকে গিয়ে সমিতিতে ভর্তির কথা বললাম, এরপর স্যার আমাকে সেবা সংস্থার সকল নিয়ম-কানুন বুঝিয়ে বলে ভর্তি করলেন। আমার সদস্য নং-৮১২, সমিতি নং-৩২, হিসাব নং-১৩।

ভর্তির ১ মাস পর আমি ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা ঋণ গ্রহণ করি, ঋণের টাকা হাতে পেয়ে আমি আমার স্বামীকে ৮ হাজার টাকা দিয়ে একটি ভ্যান গাড়ী ক্রয় করে দেই এবং বাকি ২ হাজার টাকা দিয়ে একটি চায়ের দোকান করে দেই। আমার স্বামী আগে অন্যের বাড়ীতে বছর চুক্তিতে কাজ করত। ভ্যান কিনে দেয়ার পর অন্যের বাড়ীর কাজ ছেড়ে দিয়ে প্রতিদিন দিনের বেলায় ভ্যানগাড়ী চালায় আর সন্ধ্যার পর চায়ের দোকান করতে থাকে। এভাবে দিনে ২০০/২৫০ টাকা রোজগার করত। এতে প্রতি সপ্তাহে কিস্তি ও সঞ্চয়ের টাকা দেয়ার পরও আমাদের খেয়ে পড়ে সংসার মোটামুটি চলতে থাকে। বছর শেষে ঋণের টাকা পরিশোধ হওয়ার পর ১৫ হাজার টাকা আয় হয়। ২য় দফায় ২০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে ২৭ হাজার টাকা দিয়ে ২০ শতাংশ জমি ক্রয় করি। ৩য় দফায় ৩০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে ৪০ হাজার টাকা দিয়ে আরোও ৩০ শতাংশ জমি ক্রয় করি। ইতিমধ্যে আমার স্বামী ভ্যান চালিয়ে এবং দোকান করে যে টাকা উপার্জন করত তা দিয়ে আমাদের সঞ্চয়-কিস্তি চালিয়ে সংসার ভালভাবে চলতে থাকে।

আমাদের ক্রয় করা ৫০ শতাংশ জমির সাথে আরও ১ একর জমি বর্গা নিয়ে আমি কৃষি কাজ শুরু করি। এখন আর আমাদের খাওয়ার জন্য চাল কিনতে হয় না। ৪র্থ দফায় ৫০ হাজার টাকা ঋণ এবং জমাকৃত টাকা সহ কিছু ধার নিয়ে আমার বড় ছেলেকে সৌদি আরব পাঠাই। আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে আমার ছেলে ভাল কাজ পায় এবং অল্প দিনের মধ্যেই টাকা পাঠাতে শুরু করে। এরপর ৫ম দফায় ৬০ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করে ২য় ছেলেকেও সৌদি আরব পাঠাই। এখন আমার দুই ছেলে প্রবাসী। এখন আর আমার স্বামী ভ্যান চালায় না, শুধু দোকান করে। এখন চায়ের দোকানের পাশাপাশি মুদির দোকানও করছে। ইতিমধ্যে বড় মেয়েটাও বিয়ে দিয়েছি। ছোট মেয়েটা ৪র্থ শ্রেণিতে পড়ে। ৬ষ্ঠ দফায় ৮০,০০০/- (আশি হাজার) টাকা ঋণ গ্রহণ করেছি। বাড়ীতে থাকার জন্য সুন্দর একটা ঘর তৈরী করব। ইট, বালু, কাঠ ক্রয় করেছি, এখন আর আমার সংসারে কোন অভাব নেই।

আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি সেই দুর্দিনে সেবা সংস্থা যদি আমার পাশে না দাঁড়াত তাহলে আমি নিঃশেষ হয়ে যেতাম। আমাদের বেঁচে থাকার কোন উপায় থাকতো না। আজ আমার অর্থ হয়েছে, সামাজিক মর্যাদা বেড়েছে, সংসারে উন্নতি আর সুখে ভরা। সবই সেবা'র অবদান। আমি সেবা সংস্থঅর নিকট চিরকৃতজ্ঞ। আমি বিশ্বাস করি কেউ যদি সততার সাথে কঠোর পরিশ্রম করে এবং ঋণের টাকা যদি কেউ ভেঙ্গে না খায় তাহলে তার সংসারে অবশ্যই উন্নতি আসবে।

স্বাস্থ্য উন্নয়ন কর্মসূচি

স্বাস্থ্য সেবা প্রকল্প ঃ

সমাজ থেকে দারিদ্রতার প্রভাব কমিয়ে আনার পাশাপাশি ছিন্নমূল মানুষের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা সেবা'র অন্যতম একটি কাজ। এরই ধারাবাহিকতায় সেবা তার সূচনালগ্ন থেকে স্বাস্থ্য সুবিধা বঞ্চিত মানুষের মাঝে স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি ও চিকিৎসা সেবা দিয়ে আসছিল, এরপর বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন (বিএনএফ) এর অর্থায়নের কারণে ২০০৭ সাল থেকে স্বাস্থ্য সেবা প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রম আরও বেগবান হয়।

স্বাস্থ্য কর্মসূচির উদ্দেশ্য ঃ

- মা ও শিশু স্বাস্থ্যের উন্নয়ন
- পারিবারিক স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সচেতনতা বৃদ্ধি
- ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সচেতনতা বৃদ্ধি
- স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি
- সুচিকিৎসা দিয়ে রোগমুক্তি।
- গর্ভবতী, প্রসূতি ও শিশু মৃত্যু রোধ করে নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিতকরণে সহায়তা করা

বিনামূল্যে মেডিকেল ক্যাম্পিং ঃ

এই প্রকল্পের আওতায় ১জন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ও ২জন এম.বি.বি.এস ডাক্তার এর তত্ত্বাবধানে গ্রামগঞ্জের অসহায় দরিদ্র যারা চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত নারী, পুরুষ ও শিশুদের জন্য মেডিকেল ক্যাম্পিং আয়োজন করা হয়। প্রতিটি ক্যাম্পিং-এ কমপক্ষে ১৩০ জন করে রোগী উপস্থিত হয়ে থাকে। এদের প্রত্যেককে বিনামূল্যে চিকিৎসাপত্র ও ঔষধ বিতরণ করা হয়। তাছাড়াও বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্রসহ যথাযথ দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়। উক্ত মেডিক্যাল ক্যাম্পিং-এর মাধ্যমে গ্রামীণ অসহায় দরিদ্র

BNF-এর আর্থিক সহায়তায় মেডিকেল ক্যাম্পিং-এ রোগিদের বিনামূল্যে চিকিৎসা দেওয়ার চিত্র

পরিবারের তথা নিম্ন আয়ের মানুষের মধ্যে রোগ বালাই হ্রাস পাচ্ছে, চিকিৎসা নেয়ার ব্যাপারে তারা সচেতন হয়েছে সর্বোপরি বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ঔষধ পাওয়ায় আর্থিক দিক দিয়ে তারা লাভবান হচ্ছে। এ পর্যন্ত ৮৪ টি মেডিকেল ক্যাম্পিং এর মাধ্যমে ১০৯৫০ জন নারী-পুরুষ ও শিশুকে চিকিৎসা সেবা ও বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করা হয়েছে। এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে কর্ম এলাকার উপকারভোগীরা নিজেদের ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরিচর্যা, পারিপার্শ্বিক অবস্থার উন্নতি করতে সক্ষম হয়েছে।

BNF-এর আর্থিক সহায়তায় মেডিকেল ক্যাম্পিং এর মাধ্যমে রোগিদের বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ

মাদার এন্ড চাইল্ড হেলথ্ কেয়ার প্রজেক্ট ঃ

একটি দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে সে দেশের মা ও শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়নের উপর। গর্ভবতী মহিলা, প্রসব-পূর্ব ও প্রসব-পরবর্তী করণীয় এবং জন্ম বিরতিকরণ ও জন্ম নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সচেতনতার অভাবে আমাদের দেশের মা ও শিশু স্বাস্থ্য অত্যন্ত ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে, শহর অঞ্চলের তুলনায় দেশের প্রতিটি গ্রামাঞ্চলে তথা প্রত্যন্ত অঞ্চলে দূর্বল অবকাঠামোর ফলে অতিশয় দরিদ্র ও দুঃস্থ্য জনগোষ্ঠির চিকিৎসা ব্যবস্থা অপ্রতুল। স্বভাবতই উল্লেখিত জনগোষ্ঠি প্রকৃত চিকিৎসা সুবিধা থেকে বঞ্চিত। অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও প্রচলিত বিশ্বাস এবং সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের পর্যাপ্ত চিকিৎসা সুবিধা না থাকার কারণে অধিকাংশই হাতুরে ও অবৈজ্ঞানিক চিকিৎসা ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল। বিশেষ করে এ অবস্থার প্রেক্ষিতে দুঃস্থ, অসহায় ও সুবিধাবঞ্চিত গ্রামীণ জনগোষ্ঠির সচেতনতা বাড়িয়ে সেই সাথে তাঁদের প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণ এবং মা শিশুর কল্যাণে সেবা কাজ করে চলেছে। বর্তমানে দাতা সংস্থা সার্স পয়েন্ট-নিউ ইয়র্ক এর আর্থিক সহায়তায় মাদার এন্ড চাইল্ড হেলথ্ কেয়ার প্রজেক্ট এর মাধ্যমে টাঙ্গাইল সদর উপজেলার প্রায় ৮০০ জন নারী ও শিশুদের প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা বিষয়ক ০৬ টি মেডিকেল ক্যাম্পিং এর মাধ্যমে বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করা হয়েছে। এর ফলে কর্ম এলাকায় প্রাথমিক স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি সহ মা ও শিশু স্বাস্থ্যের মান বেড়েছে।

মাদার এন্ড চাইল্ড হেলথ কেয়ার প্রকল্পে উপকারভোগীদের একাংশ

বন্যা পরবর্তী ওয়াটসন প্রকল্প ঃ

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন (বিএনএফ) এর আর্থিক সহায়তায় ওয়াটসন প্রকল্পের আওতায় টাঙ্গাইল জেলার কালিহাতী উপজেলার গোহালিয়াবাড়ী ইউনিয়নের আফজালপুর, জিদহ, বাসুরিয়া ও খাসকালাই গ্রামে বন্যা পরবর্তী স্যানিটেশন ও নলকূপ স্থাপনের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। উক্ত কর্মসূচির আওতায় অত্র প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে উক্ত এলাকায় বিশুদ্ধ পানি ব্যবস্থাপনার জন্য নলকুপ স্থাপন ও স্বস্থ্যসম্মত পায়খানা বিনামূল্যে দরিদ্র পরিবারের মাঝে দেয়া হয়েছে। প্রতিটি স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার জন্য রিং ৫টি, স্ল্যাব-১টি, রঙ্গিন টিন-৬টি, বাশের খুঁটি-৪টি ও ঘর তৈরীর জন্য সুতারের মুজুরিও প্রদান করা হয়েছে।

ফলাফল ঃ

ক. স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ও নলকূপ স্থাপন করায় গ্রামে উন্নয়নের চিত্র ফুঁটে উঠেছে।
খ. উপকারভোগীদের বাড়ীতে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ও নলকূপ বাস্তবে দেখা যাচ্ছে।
গ. নলকূপ স্থাপনের কারণে ঐ পরিবারগুলোতে বিশুদ্ধ পানি ব্যবহার নিশ্চিত হয়েছে।
ঘ. স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারের কারণে পানিবাহিত রোগ যেমন, কলেরা, পাতলা পায়খানা, আমাশয়, পেটের ব্যাথা ইত্যাদি রোগ হতে রক্ষা/পরিত্রাণ পেয়েছে।

BNF-এর আর্থিক সহায়তায় ওয়াটসন প্রকল্পের আওতায় বিনামূল্যে দরিদ্র পরিবারের মাঝে নলকুপ বিতরণ

BNF-এর আর্থিক সহায়তায় ওয়াটসন প্রকল্পের আওতায় বিনামূল্যে নলকুপ ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার উপকরণসহ উপকারভোগীদের একাংশ

বিতরণকৃত স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার পাশে উপকারভোগী সদস্য

ষষ্ঠ অধ্যায়

পরিবেশ উন্নয়ন কর্মসূচি

ভূমিকা ঃ

পরিবেশ সংরক্ষণ ও প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা বর্তমান সময়ে বিশ্বের অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ। মানব জাতির সার্বিক কল্যাণ ও সমৃদ্ধি নির্ভর করে মূলত প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমিত ব্যবহার ও টেকসই ব্যস্থাপনার উপর। কিন্তু বিশ্বব্যপি অস্থায়ীত্বশীল ও উৎপাদন ব্যবস্থাপনার বিরূপ প্রতিক্রিয়ায় বিশ্ব আজ বিপন্ন। জলবায়ু পরিবর্তন, ভুমি অবয়, ফসলের জমি হ্রাস, সুপেয় পানির দুঃপ্রাপ্যতা, রোগ বালাই ইত্যাদির কারণে আগামী ২০৫০সাল নাগাদ ২৫% খাদ্য উৎপাদন হ্রাস পাবে বলে ধারনা করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে ২০% চাষযোগ্য জমি, ৩০% বনভূমি, ১০% চারণ ভূমি হারিয়ে গেছে। বৃক্ষ নিধন, পাহাড় কর্তন, জলাভূমি ভরাট, নদীর নাব্যতা হ্রাস, কৃষিতে রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের যথেচ্ছা ব্যবহার, ভূগর্ভস্থ জলস্তরের অবনমন, যত্রতত্র বর্জ ফেলা সর্বোপরি অপরিকল্পিত নগরায়নের কারণে পরিবেশ ও জীব বৈচিত্র আজ বিপন্ন। যদিও বর্তমান সময়ে এর বিরুদ্ধে অনেকেই কথা বলছেন কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। ইতিমধ্যেই অনেক দেশ নিয়মিত প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পতিত হচ্ছে। এর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। সেবা বিশ্বাস করে, দারিদ্র বিমোচন করতে হলে, শুধুমাত্র ক্ষুদ্রঋণই যথেষ্ট নয়, পরিবেশের ক্ষতিকর প্রভাব থেকেও দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে রা করতে হবে। এরই ধারাবাহিকতায় সেবা তার কর্মএলাকাগুলোতে পরিবেশ উন্নয়ন কর্মসূচি পরিচালনা করে থাকে। পরিবেশ উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় যে সব বিষয়ে সদস্যদের সচেতন করা হয় তা হলো- বৃক্ষ রোপন, রাস্তার পাশে বনায়ন, সামাজিক বনায়ন, জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ, বন্যা, খরা, ঘূর্নিঝড় সহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দূর্যোগ মোকাবেলা, কৃষি উৎপাদনে রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার হ্রাস ইত্যাদি।

পরিবেশ উন্নয়ন কর্মসূচির উদ্দেশ্য/কার্যাবলী ঃ

- পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা
- বৃক্ষরোপণে উদ্ধুদ্ধকরণ
- সামাজিক বনায়নের জন্য আন্দোলন সৃষ্টি
- পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি
- প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রবনতা হ্রাস

সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি ঃ

বাংলাদেশের মত ঘনবসতিপূর্ণ দেশে জন জীবনের গূরুত্বপূর্ণ চাহিদা যেমন- খাদ্য, বাসস্থান, কর্মসংস্থান ও যোগাযোগ সহ অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণে প্রতিনিয়ত ভূমি, পানিসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের উপর মাত্রাতিরিক্ত চাপ পড়ছে। বন-বৃক্ষ নিধন, পাহাড় কর্তন, জলাভূমি ভরাট করা হচ্ছে পাল্লা দিয়ে, এরমধ্যে সবচেয়ে বেশী ক্ষতি হচ্ছে বৃক্ষ নিধনের কারণে। এরূপ অবস্থা চলতে থাকলে বিষয়টি এক সময় ভয়াবহ আকার ধারণ করবে। এহেন পরিস্থিতিতে, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় সামাজিক বনায়নকে আন্দোলন হিসেবে গড়ে তুলতে হবে বলে সেবা মনে করে। সেই লক্ষ্যে বনায়ন কর্মসূচির আওতায় সদস্যদের আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। যাতে করে দলীয় সদস্যরা পরিবেশ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা লাভ করতে পারে এবং পরিবেশ রক্ষায় সামাজিক বনায়ন সৃষ্টি করে। বর্তমানে সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমে সদস্যদের উদ্বুদ্ধকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে স্ব-স্ব বাড়ীর আঙ্গিনাতে বৃক্ষ রোপণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

একজন উপকারভোগী সদস্য নিজস্ব নার্সারীর পরিচর্যা করছে

বৃক্ষ রোপণ ঃ

"একটি গাছ কাটলে ৫টি গাছ লাগাবো" এই শ্লোগানকে সামনে রেখে সেবা এই কর্মসূচিকে বাস্তবায়ন করে থাকে। পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার মধ্যে গাছের মত এমন উপকারী বন্ধু মানুষের আর নেই, কারণ মানুষের বেঁচে থাকার জন্য যা কিছু প্রয়োজন তার অনেক কিছুই আমরা গাছ থেকে পেয়ে থাকি। খাদ্য, অক্সিজেন, আশ্রয়, স্বাস্থ্য সকল ক্ষেত্রে বৃক্ষরে উপযোগীতা অপরিসীম। প্রতি বছর জুলাই-আগষ্ট মাসে এই কর্মসূচির উপর বিশেষ নজর দেয়া হয়। এছাড়াও প্রতিটি সদস্য বছরে কমপক্ষে ২টি ফলজ, ২টি বনজ ও ২টি ঔষধি গাছ যেন রোপণ করে সেজন্য বিশেষভাবে সমিতির সভায় সদস্যদের উৎসাহিত করা হয়। সেবা সংস্থার নিবেদিত প্রাণ কর্মীগণ এ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিতে কাজ করে যাচ্ছে।

রাস্তার পাশে বনায়ন ঃ

বাংলাদেশে বনাঞ্চল সম্প্রসারণের সুযোগ নেই বললেই চলে। কারণ পতিত জমির পরিমাণ অতি সামান্য। আবার বনাঞ্চল সম্প্রসারণের জন্য আবাদী জমি উৎসর্গ করা কল্পনাতীত কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে বনজ সম্পদের চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশে বৃক্ষ জাতীয় পণ্যের চাহিদার ৭০% থেকে ৯০% গ্রামাঞ্চলে উৎপাদিত গাছ থেকে মেটানো হয়। এ বাস্তবতার আলোকে সেবা নিজ উদ্যোগে ১৯৯৮ সাল থেকে রাস্তার পাশে বনায়ন কর্মসূচিতে উদ্বুদ্ধকরণের কাজ করে যাচ্ছে। এই কর্মসূচির মাধ্যমে সমিতির সদস্যদের স্ব-উদ্যোগে রাস্তার পাশে বনায়ন করতে উৎসাহিত করা হয়ে থাকে।

মধুপুর শাখার আওতায় উপকারভোগীদের বনায়ন কর্মসূচির একাংশ

সপ্তম অধ্যায়

কৃষি উন্নয়ন কর্মসূচি

ভূমিকা ঃ

বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম মূল চালিকাশক্তি হচ্ছে কৃষি খাতের উৎপাদন, যার পেছনে রয়েছে এ দেশের কৃষক ও মেহনতি মানুষের অবিস্মরণীয় অবদান। আমাদের রয়েছে উর্বর ভূমি ও বিশাল জনসংখ্যা। দেশের জনশক্তির বেশিরভাগই কৃষির সঙ্গে প্রতক্ষ্য ও পরোক্ষভাবে জড়িত। মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) কৃষির অবদান প্রায় ১৯ শতাংশ এবং সমগ্র দেশের শ্রমশক্তির ৪৮ ভাগ নিয়োজিত কৃষিখাতে। তাই দেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধিও কৃষি উৎপাদনের ওপর নির্ভর করে। এ দেশের কৃষিতে যে বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে সেটিকে যথাযথ পরিকল্পনার মাধ্যমে কাজে লাগিয়ে নিজেদের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করেও বিশ্ববাজারে খাদ্যপণ্য রপ্তানি করা সম্ভব। কৃষি উৎপাদন আরো বাড়ানোর জন্য দেশের কৃষিকে যান্ত্রিকীকরণের আওতায় নিয়ে আসতে হবে। পোলট্রি, ডেইরি, মৎস, শুঁটকি, ভোজ্যতেল, মধু, ওয়েলপাম ও মুক্তা চাষ এসব সম্ভাবনাময় খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের কৃষি খাতকে আরো এগিয়ে নেয়া সম্ভব। কৃষিনির্ভর বাংলাদেশের মানুষের উপার্জনের অন্যতম উৎস হতে পারে প্রাণিসম্পদ। এর আওতায় গবাদি পশু ও মৎস খাত দু'টির দ্রুত উন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে। এসব দিক বিবেচনায় বর্তমান সরকারও কৃষিকে অগ্রাধিকার খাতের মধ্যে রেখে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। অভ্যন্তরীণ চাহিদা তৈরি ও বাজার সম্প্রসারণে কৃষির ভূমিকা খুবই গুরত্বপূর্ণ।

আমাদের দেশের প্রায় ৭০ শতাংশ মানুষ পল্লী এলাকায় বসবাস করে। এসব মানুষের আর্থিক অবস্থার উন্নতি ছাড়া দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। কৃষি ও পল্লী খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে বিশাল জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি পল্লী এলাকায় আয় উৎসারী কর্মকান্ড বৃদ্ধি করে অধিকতর স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতির ভিতকে আরও মজবুত করার ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে কৃষি ও পল্লী ঋণ একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। সরকারের কৃষিবান্ধব নীতি-পদক্ষেপের কারণে কৃষি উৎপাদন ব্যাপক বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশ বর্তমানে খাদ্যে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ। এ ধারা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে সরকারের নীতি ও কর্মসূচির পাশাপাশি কৃষি ও পল্লী খাতে ঋণ সম্প্রসারণ, প্রকৃত কৃষকের জন্য হয়রানিমুক্তভাবে ঋণ প্রাপ্তি এবং বিতরণকৃত ঋণের সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

আমাদের কৃষি খাত নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আবাদি জমির পরিমাণ হ্রাস, কৃষির উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি, কৃষি যান্ত্রিকীকরণের অভাব, অপরিকল্পিতভাবে সার ও কীটনাশকের ব্যবহার, সেচ কাজে ভূ-গর্ভস্থ পানির ব্যাপক ব্যবহার, জলবায়ু পরিবর্তন ইত্যাদি কৃষি খাতকে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করেছে। এ জন্য সীমিত আবাদি জমির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন বাড়ানো বাংলাদেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং উন্নয়নের অন্যতম প্রধান নিয়ামক। অনুকূল আবহাওয়ার পাশাপাশি সময়মত উন্নতমানের বীজ, সার, সেচ, কীটনাশক ইত্যাদি কৃষি উপকরণ সরবরাহ করাও অপরিহার্য। সময়মত কৃষি উপকরণ সংগ্রহে সহায়তা প্রদানের জন্য ভূমিহীন কৃষক ও বর্গাচাষিসহ সকল কৃষকের মাঝে যথাসময়ে পরিমাণমত কৃষি ঋণ প্রদান করা প্রয়োজন।

নিজস্ব মেশিনে ধান মারাই করছে ঋণ গ্রহনকারী কয়েকজন সদস্য

কৃষির মতো একটি উৎপাদনশীল খাতে সাফল্য অর্জনে যুগোপযোগী নীতিমালা এবং সংশ্লিষ্ট সকলের সমন্বিত প্রচেষ্টা থাকা আবশ্যক। কৃষি ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনের পথে বিদ্যমান অন্তরায়সমূহ মোকাবেলা করে দেশের খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা পূরণের জন্য কৃষকগণ যাতে উচ্চ ফলনশীল (উফশী) ফসল উৎপাদন, মৎস্য এবং প্রাণিসম্পদ খাতে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারে সক্ষম হয় সে ব্যাপারে সরকারের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সকলের এগিয়ে আসা দরকার।

কৃষি খাতের গুরুত্ব ও প্রভাব বিবেচনায় রেখে কৃষির বর্তমান চ্যালেঞ্জ, কৃষি ক্ষেত্রে নিরবিচ্ছিন্ন সাফল্যের জন্য আধুনিক কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তোলা, উন্নত প্রজাতির ফসল চাষে প্রযুক্তি ব্যবহারে কৃষকদের আগ্রহী ও অভ্যস্থ্য করে তোলা, কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য উফশী ফসল চাষের ব্যবস্থা গ্রহণ, শস্যাবর্তন ও শস্য বহুমুখীকরণ, জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সহজে অভিযোজনকারী ফসল চাষ, শাক-সবজি চাষ, টিস্যু কালচার, কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপন, কৃষি পণ্যের সংরক্ষণ ও বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন ইত্যাদির ওপর গুরুত্ব আরোপ করে সেবা সংস্থা ১৯৯৮ সাল থেকে সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে অধিকসংখ্যক পরিমাণ কৃষি ঋণ বিতরণ করে আসছে। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে ৮৯৭০ জন সদস্যকে কৃষি খাতে ২২,৮৭,৩৫,০০০/- টাকা ঋণ বিতরণ করেছে।

কর্মসূচির উদ্দেশ্য ঃ

- কৃষি পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা।
- খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা।
- সর্বাধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ও তথ্য কৃষক পর্যায়ে পৌছানো।
- পুষ্টির চাহিদা পূরণ করা।
- সম্পদের সুষম ব্যবহার নিশ্চিত করা।
- কৃষি কর্মসূচির মাধ্যমে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা তৈরী করা।
- কর্ম-সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও আয় বৃদ্ধি করা।
- জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জসমূহকে মোকাবেলা করা ও এর সাথে খাপ খাওয়ানো।
- নারী ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি করা।
- দারিদ্র বিমোচন ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা।

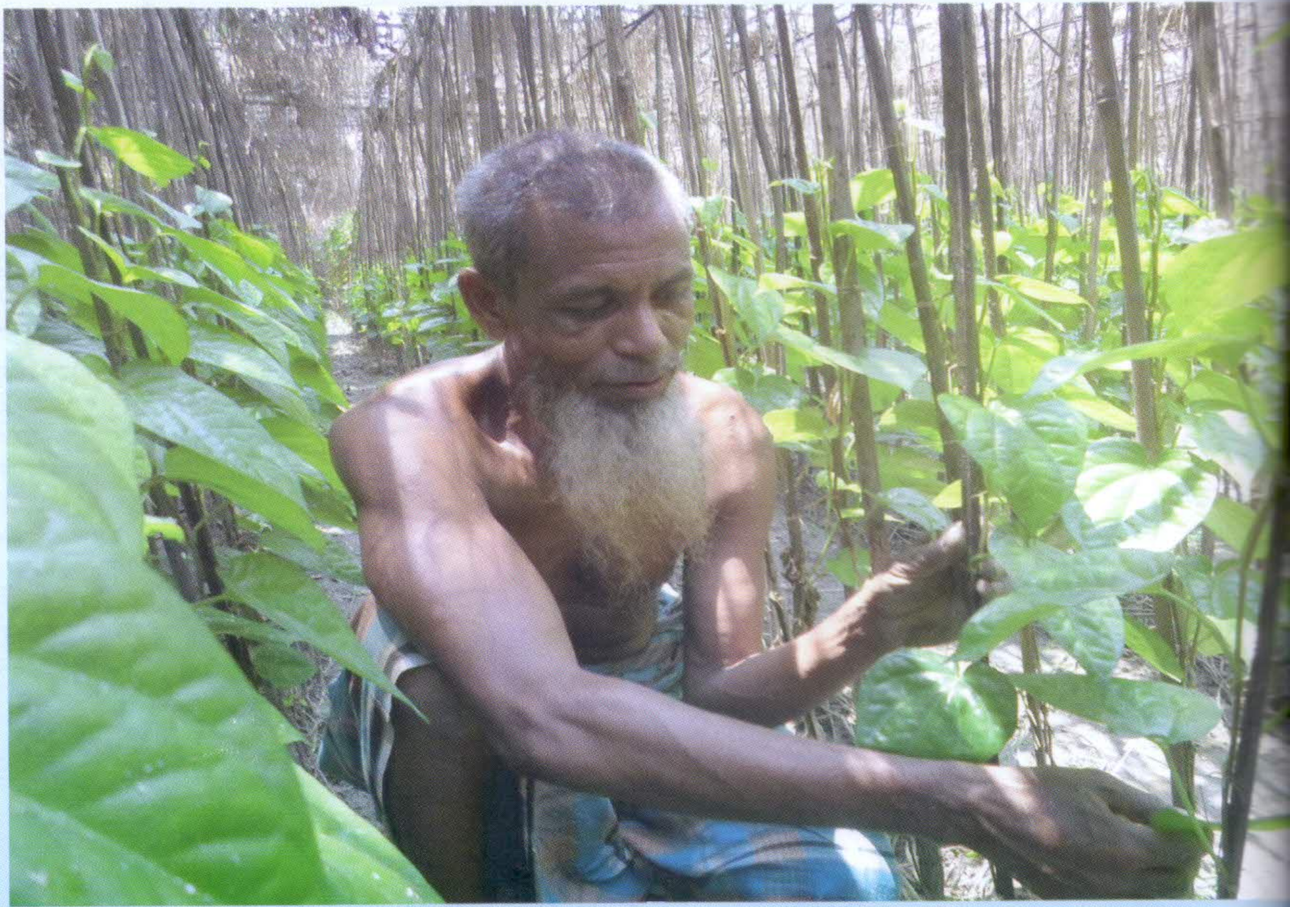

ঋণ সুবিধাভোগী একজন পান চাষী নিজস্ব পান বাগানের পরিচর্যা করছেন

কেইস স্ট্যাডি-৩

সফল সবজি চাষী নাজমা

নাজমা বেগম, স্বামী মোঃ আব্দুর রহমান, গ্রাম-ইসলামপুর, উপজেলা ধনবাড়ী, জেলা টাঙ্গাইল। এক মেয়ে, এক ছেলে এবং স্বামী সহ মোট ৪ সদস্যের দরিদ্র পরিবার। পিতৃ পুরুষের দেয়া ৩ কড়া ভিটাই মাথা-গোঁজার একমাত্র ঠাঁই ১টি ছোট ঘর। যে ঘর থেকে জীবন ও সংসার যুদ্ধে জয়ী হওয়ার স্বপ্ন দেখেন নাজমা। সংসারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি তার স্বামী রহমান নিজের জমি ও প্রয়োজনীয় সম্পদ না থাকায় শুধুমাত্র অন্যের বাড়ীতে কাজ করে জীবিকা নির্বাহী করে। তার একা আয় দিয়ে সংসার চালানো খুবই কষ্টাসাধ্য ছিল। এই কষ্টের ভাগী হতে নাজমা অন্যের সবজি বাগানে কাজে যোগ দেন। এভাবে সবজি বাগানে শ্রম দিয়ে সবজি চাষ সম্পর্কে দক্ষতা অর্জন করেন। এ দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে দারিদ্রতা থেকে এক পর্যায়ে স্বামীর সাথে আলোচনা করে ১২/০৪/২০১১ ইং তারিখে সেবা সংস্থায় ভর্তি হন। সদস্য পদ লাভের পর আট হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করে জমি লিজ নিয়ে সবজি চাষ শুরু করেন এবং সফলভাবে চাষ করে ঋণের টাকা পরিশোধ করেন এবং পর্যায়ক্রমে প্রতি বৎসর টাকা নিয়ে জমি বন্ধক নিয়ে চাষ করেন। এভাবে বর্তমানে ২ বিঘা ১৫ শতাংশ জমি বন্ধক রেখেছেন। ১৬ শতাংশ ভিটাজমি ক্রয় করেছেন। বাড়িতে ২টি টিনের ঘর দিয়েছেন। স্বামী অন্যের নিকট থেকে গাভী বর্গা নিয়ে ৫ বৎসরে নিজস্ব ৪টি গাভীর মালিক হয়েছেন। বর্তমানে তার সংসারে দারিদ্রতা নেই। অন্যের বাড়ীতে কাজ করতে হয় না। গাভী পালন করার পাশাপাশি চাষাবাদ করে তারা এখন সচ্ছলতার সাথে জীবন-যাপন করছেন।

বড় মেয়ে ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে, ছোট ছেলে ১ম শ্রেণিতে পড়ালেখা করে। অতীতের কষ্ট থেকে নিজের প্রচেষ্টা ও সেবার আর্থিক সহায়তায় একদিকে যেমন অর্থনৈতিক মুক্তি অন্যদিকে তেমনি সামাজিকভাবেও গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছেন। পরিবারটি এখন স্বচ্ছল। ছেলে-মেয়েকে ভবিষ্যতে উচ্চশিক্ষিতি করার স্বপ্ন দেখেন নাজমা। এখন তার চোখে মুখে স্বচ্ছলতা ও সফলতার আনন্দ।

নাজমা বেগমের সবজি বাগানের একাংশ

অষ্টম অধ্যায়

গৃহায়ন কর্মসূচি

বাসস্থান মানুষের অন্যতম চাহিদা। দেশের অর্থনৈতিক দৈন্যতার কারণে সংখ্যাগরিষ্ঠ গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠি যেখানে খাদ্যের সংস্থানে ব্যস্ত সেখানে মজবুত, স্থায়ী, বিজ্ঞানসম্মত ও টেকসই গৃহ নির্মাণ তাদের কাছে স্বপ্ন মাত্র। এছাড়া প্রায় প্রতি বছরই বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে অবকাঠামোগুলো ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ফলে গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন স্বভাবতই বাধাগ্রস্থ্য হচ্ছে। স্বল্প আয়ের জনগণের আবাসন সমস্যা সমাধান করার লক্ষ্যে ২০১২ সাল থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্থসহায়তায় সেবা এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করে আসছে। গৃহনির্মাণ খাতে মাত্র ৬% সেবামূল্যের বিনিময়ে ঋণ প্রদান করা হয়। সাপ্তাহিক কিস্তিতে ঋণ পরিশোধের মেয়াদ ৫ বছর। ঋণ গ্রহীতা পরিবারসমূহ এই ঋণ কার্যক্রমের সুবাদে তাদের আবাসন সংকট দুর করতে সক্ষম হয়েছে। সহজ কিস্তিতে নামমাত্র সেবামূল্যের বিনিময়ে ঋণ পরিশোধ করাও তাদের জন্য সহজতর হয়েছে।

২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের পরিকল্পনা ঃ

ক্রমিক নং	কার্যক্রমের উপাদান	২০১৫ -১৬ অর্থ বছর
১	ঋণ সংখ্যা	২০০ জন
২	ঋণ বিতরণ	১,০০,০০,০০০/- (এক কোটি) টাকা

উপকারভোগী সহ গৃহায়ণ কর্মসূচির আওতায় বিতরণকৃত ঘরের চিত্র

নবম অধ্যায়

দুঃস্থ মহিলা উন্নয়ন (ভিজিডি) কর্মসূচি

ভূমিকা ঃ

ভিজিডি কর্মসূচি সরকারের সর্ববৃহৎ সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি, যা শুধুমাত্র অতি-দরিদ্র পরিরবারের মহিলা সদস্যদের (ultra poor households) জীবনমান উন্নয়নের জন্য পরিচালিত হয়। বর্তমান চক্রে সমগ্র দেশব্যাপী ৭,৫০,০০০ জন ভিজিডি মহিলা প্রতিমাসে খাদ্য সহায়তার পাশাপাশি ভিজিডি চক্রে ২২ মাস উন্নয়ন প্যাকেজ সেবাসমূহ যেমন; জীবন দক্ষতা, আয় বর্ধকমূলক দক্ষতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং সঞ্চয় ও ঋণ গ্রহণের সুযোগ পাবেন। কারণ সমাজ তথা রাষ্ট্রের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নারীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই কর্মসূচির মাধ্যমে উপকারভোগীদের উন্নয়নের ধারাবাহিকতা টেকসই করার লক্ষ্যে জাতীয় উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় অন্তর্ভূক্ত করাই এই কর্মসূচির মুল লক্ষ্য।

কর্মসূচির উদ্দেশ্য ঃ

- ভিজিডি উপকারভোগী মহিলাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা।
- আত্ম-কর্মসংস্থানের বিভিন্ন বিষয়ে (আইজিএ) প্রশিক্ষণ প্রদান।
- উপকারভোগী পরিবারসমূহের দৈনন্দিন খাদ্য চাহিদা পূরণে সহায়তা করা।
- বাংলাদেশের দরিদ্রপীড়িত এবং দুঃস্থ্য মহিলাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার ইতিবাচক উন্নয়ন করা।
- বিদ্যমান খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টিহীনতা, অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতা এবং নিম্ন সামাজিক মর্যাদার অবস্থানকে সফলভাবে অতিক্রম করে
- চরম দারিদ্র স্তরের উপরের অবস্থানে টিকে থাকার সক্ষমতা অর্জনে সহায়তা করা।
- দীর্ঘমেয়াদী উদ্দেশ্য হলো To make `Positive change in livelihood of Ultra poor women with attention to protect further deterioration of living condition.'
- দুঃস্থ্য মহিলাদের ব্যবহারিক শিক্ষা এবং অন্যান্য মানব উন্নয়ন সম্পর্কিত দক্ষতা উন্নয়নের প্রশিক্ষণে সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীর ইতিবাচক উন্নয়ন এবং সক্ষমতা অর্জনে সহায়তা করা।
- সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধকরণ ও ঋণ প্রাপ্তিতে সুযোগ সৃষ্টি করে উপার্জনক্ষম করে গড়ে তোলা এবং চলমান উন্নয়ন কর্মসূচিগুলোতে আন্তর্ভূক্তকরণের জন্য যোগ্য করে গড়ে তোলা।
- বিপননযোগ্য দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি করা।

২০১৪-২০১৫ চক্রে সম্পাদিত ভিজিডি কার্যক্রমের স্মারণী ঃ

জেলার নাম	উপজেলার নাম	ইউনিয়ন সংখ্যা	উপকারভোগীর সংখ্যা
টাঙ্গাইল জেলা	বাসাইল উপজেলা	৬	১২১৫
	সখিপুর উপজেলা	৮	১৬৫৭
মোট ঃ ১	২	১৪	২৮৭২

প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ঃ

উপকারভোগীগণকে সামাজিক সচেতনতা, জীবনমান দক্ষতা, আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। ২০১৪-২০১৫ চক্রে সংস্থা নিম্নোক্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে ঃ

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণের নাম	ব্যাচ	সংখ্যা (জন)	মন্তব্য
১.	নারী-পুরুষের সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৯৫	২৮৭২	
২.	এইচআইভি/এইডস্	৯৫	২৮৭২	

২০১৫-২০১৬ চক্রে ভিজিডি কর্মসূচির পরিকল্পনা ঃ

ভিজিডি চক্রের জন্য সেবা সংস্থাকে পূণরায় নির্বাচিত করা হয়েছে। এ চক্রে টাঙ্গাইল জেলার বাসাইল উপজেলা ও টাঙ্গাইল সদর উপজেলায় কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে।

২০১৫-২০১৬ চক্রে ভিজিডি কর্মএলাকা ও সদস্য সংক্রান্ত তথ্য ঃ

জেলার নাম	উপজেলার নাম	ইউনিয়ন সংখ্যা	উপকারভোগীর সংখ্যা
টাঙ্গাইল জেলা	বাসাইল উপজেলা	৬	১২১৫
	টাঙ্গাইল সদর উপজেলা	১২	১৪৫৬
১	২	১৮	২৬৭১

ভিজিডি কর্মসূচির উপকারভোগীরা চালের জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে আছে

ভিজিডি কর্মসূচির উপকারভোগীরা মাসিক বিতরণকৃত চাল নি

২০১৫-২০১৬ ভিজিডি চক্রে টাঙ্গাইল জেলার বাসাইল উপজেলা ও টাঙ্গাইল সদর উপজেলায় নিম্নোক্ত বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে ঃ

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণের নাম	ব্যাচ	সংখ্যা (জন)	মন্তব্য
১.	গাভী ও ছাগল পালন	৯০	২৬৭১	
২.	হাঁস-মুরগি পালন	৯০	২৬৭১	
৩.	সবজি চাষ	৯০	২৬৭১	

জীবন দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ ঃ

জীবন দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য হচ্ছে অতি দরিদ্র ও দরিদ্র মহিলাদের জীবন-জীবিকার মান উন্নয়ন করা। প্রশিক্ষণে যে সকল বিষয়বস্তু অর্ন্তভূক্ত রয়েছে তা নিম্নরূপ ঃ

খাদ্য ও পুষ্টি
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা
এইচআইভি/এইডস্
স্বাস্থ্য ও পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা
নারীর ক্ষমতায়ন

আয় বৃদ্ধিমূলক দক্ষতা প্রশিক্ষণ ঃ

আয় বৃদ্ধিমূলক প্রশিণের উদ্দেশ্য হচ্ছে অতি দরিদ্র ও দরিদ্র মহিলাদের আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচির সাথে সম্পৃক্ত করে তাদের জীবন-জীবিকার মান উন্নয়ন ও আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলা। প্রশিক্ষণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ হচ্ছে ঃ

- হাঁস-মুরগি পালন
- বাড়ীর আঙীনায় সবজি চাষ
- গাভী ও ছাগল পালন
- ক্ষুদ্র ব্যবসা ব্যবস্থাপনা।

অর্জন ঃ

- কর্ম এলাকার দুঃস্থ্য মহিলাগণ অর্থনৈতিক নিরাপত্তা পাচ্ছে।
- সঞ্চয়ী মনোভাব গড়ে উঠেছে এবং নিয়মিত সঞ্চয় করছে।
- পুষ্টিহীনতা থেকে রক্ষা পাচ্ছে।
- বিভিন্ন আইজিএ ভিত্তিক প্রশিক্ষণ পাওয়ার ফলে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- জীবন দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ পাওয়ার ফলে তাদের স্বাস্থ্য সচেতনতা অনেকাংশে বেড়েছে।
- সর্বোপরি তারা স্বাবলম্বী হওয়ার স্বপ্ন দেখছে।

ভিজিডি কর্মসূচিতে জীবন দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে বাসাইল উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা উপকারভোগীদের ব্রিফ করছেন

গণসচেতনতামূলক কর্মসূচি

সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা সেবা'র একটি অন্যতম চ্যালেঞ্জ।'সেবা' মনে করে শুধুমাত্র ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করার মাধ্যমে ভাগ্যের পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। অভীষ্ঠ জনগোষ্ঠির টেকসই উন্নয়ন করতে হলে এদের দরিদ্র সমস্যা বৃক্ষের বাইরে নিয়ে আসতে হবে। আর এর জন্য গণসচেতনতা মূলক কর্মসূচির কোন বিকল্প নাই। সেই উপলব্ধি থেকেই সেবা কর্ম এলাকার মানুষদের সচেতন করার জন্য বিভিন্ন গণসচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করে থাকে। সাপ্তাহিক সমিতির সভায় সংস্থার কর্মীগণ ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি সদস্যদের প্রাথমিক স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতা, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, যৌতুক, তালাক, বাল্য বিবাহ, বহুবিবাহ, সামাজিক কু-সংস্কার, ধর্মীয় গোঁড়ামী, বৃক্ষরোপণ, পরিবার পরিকল্পনা, সামাজিক অধিকার, নারীর ক্ষমতায়ণ সহ বিভিন্ন বিষয়ের প্রতিরোধ ও প্রতিকার নিয়ে আলোচনা করে থাকেন। ফলে তাদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পায় এবং তারা সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হয়। এছাড়াও সেবা স্বাস্থ্য কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন সেমিনার ও ক্যাম্পিং এর মাধ্যমে সদস্যদের সচেতন করে থাকে। নিম্নে বিস্তারিত তথ্যাবলী উপস্থাপিত হল।

শিশু শ্রম প্রতিরোধ ঃ

প্রতিটি শিশুরই শিশুর মত করে বাঁচার অধিকার রয়েছে, তার রয়েছে হাসার অধিকার, খেলার অধিকার ও শিক্ষার অধিকার। কিন্তু বর্তমানে বিশ্বে প্রায় ১৬ কোটি ৮০ লাখ শিশু বিভিন্ন ধরণের শ্রমে নিয়োজিত আছে। এর সিংহভাগই এশিয়া ও আফ্রিকার দারিদ্র পীড়িত দেশগুলিতে। এর প্রধান কারণ হলো ক্ষুধা। পেটের তাগিদে তাদের কাজ করতে হয়। এছাড়া শিশুদের দিয়ে কাজ করালে মজুরী কম দিতে হয়। এজন্য নিয়োগকারীরা শিশু শ্রমিক দিয়ে কাজ করাতে উৎসাহিত হন এবং বিভিন্ন ঝুকিপূর্ণ কাজ তাদের দিয়ে করান। যা কোমলমতি শিশুদের দেহ ও মনের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। শিশু শ্রমিকেরা সাধারণ অস্থায়ী ভিত্তিতে কাজ করে, নির্দিষ্ট কোন সময়সীমা নেই। বেশিভাগ ক্ষেত্রেই তাদের ১২ থেকে ১৫ ঘন্টা পর্যন্ত কাজ করানো হয়। বিশ্রাম বা বিনোদনের কোন অবকাশ নেই। অথচ প্রতিটি শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য তাদের স্বাধীনভাবে বাঁচার অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। সমাজ জীবনে বাস্তবতার নিরিখে শিশুশ্রম পুরোপুরি বন্ধ করা না গেলেও কম ঝুঁকিপূর্ণ পেশায় তাদের নিয়োগ দিতে হবে। পাশাপাশি পড়াশুনার সুযোগ রাখতে হবে। দারিদ্রের কারণে শ্রম বিক্রি করতে যাওয়া শিশুদের জানাতে ও বোঝাতে হবে যে, তাদের দারিদ্র দূর করার মোক্ষম হাতিয়ার হলো শিক্ষা। স্কুলে লেখাপড়া করাটাই তাদের জন্য জরুরী। বর্তমান সময়ে কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান শিশুশ্রম প্রতিরোধে কাজ করে যাচ্ছে। শিশুশ্রম প্রতিরোধ নিয়ে সমাজের সব মহলে চিন্তা-ভাবনা চলছে। সেই দিকে বিবেচনায় সেবা তার কর্মএলাকাগুলোতে সদস্যদের নিয়ে শিশুশ্রম বন্ধে/প্রতিরোধে বিভিন্ন সচেতনতামূলক আলোচনা সভা ও পরামর্শ সভা করে থাকে। যাতে এর কুফল সম্পর্কে সদস্যগণ সচেতন হয় এবং প্রতিরোধমূলক বিভিন্ন পদক্ষেপ নিতে পারে।

শিশু বিদ্যালয়গামীকরণ ঃ

ঝড়েপড়া শিশু কিশোরদের পুণরায় বিদ্যালয়গামীকরণ করা সেবা সংস্থার গণসচেতনতামূলক কর্মসূচি গুলোর মধ্যে অন্যতম। যে সকল সদস্য তাদের শিশু সন্তানদের স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত করেন সেবা'র মাঠকর্মী ও বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাগণ তাদের শিশুশ্রমের কু-ফল, শিশুশ্রম যে একটি অপরাধ ইত্যাদি বিষয়ে বুঝিয়ে পুণরায় স্কুলে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করেন। আজকের শিশু আগামি দিনে পরিবারের তথা দেশের সম্পদ। এ বিষয়টি যখন অভিভাবকদের নিকট গ্রহণযোগ্য হয় তখন তারা তাদের শিশু সন্তানদের পুণরায় স্কুলে ভর্তি করেন। তাছাড়া একটি শিশুর শিক্ষা গ্রহণ করতে চাওয়া তার অধিকার, পরিবার তথা সমাজের প্রতিটি স্তরের জনগণকে তা মেনে চলা উচিত।

প্রাকৃতিক ও অন্যান্য দুর্যোগের সহায়তা এবং স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি ঃ

প্রাকৃতিক বা মানবসৃষ্ট অনাকাঙ্খিত ঘটনা যা হঠাৎ কিংবা ধীরে ধীরে ঘটে। একটি নির্দিষ্ট এলাকায় বসবাসকারী মানবগোষ্ঠীর জান, মাল, মনোজগত, পরিবেশ ও প্রাত্যহিক জীবিকার উপর মারাত্মকভাবে আঘাত হানে এবং মানুষকে এমন অসহায় করে তোলে যা কাটিয়ে ওঠার জন্য অন্যের তৃড়িৎ ও পর্যায়ক্রমিক সহযোগিতা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। আমাদের দেশে প্রাকৃতিক যে সব দুর্যোগ দেখা যায় তার মধ্যে রয়েছে ঃ ১. ঝড়, টর্নেডো বা সাইক্লোন, ২. বন্যা ও নদী ভাঙ্গন, ৩. খরা, ৪. ভুমিকম্প, ৫. আগুন লাগা. ৬. জলোচ্ছাস ইত্যাদি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ ও আলোচনা সভা করা হয়ে থাকে। এর মাধ্যমেই সকলেই বিভিন্ন ধরণের প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিষয় সম্পর্কে সচেতন হতে পারে এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কমে আসে।

একাদশ অধ্যায়

বিবিধ কর্মসূচি

সেবা'র বার্ষিক সাধারণ সভা ২০১৫ অনুষ্ঠিত ঃ

৬ জুন, ২০১৫ তারিখ শনিবার সোসিও ইকোনমিক ব্যাকিং এসোসিয়েশন (সেবা) এর বার্ষিক সাধারণ সভা-২০১৫ সংস্থার প্রধান কার্যালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণ পরিষদের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন সেবা'র সম্মানিত সভাপতি জনাব তানভীর আহম্মেদ। আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যক্রম শুরু হওয়ার প্রাক্কালে সদস্য সচিব ও নির্বাহী পরিচালক সকলকে অভিনন্দন জানান। আলোচ্যসূচি অনুযায়ী পূর্ব বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও ফলোআপের পর সাধারণ সভায় তা সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। সভায় ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের বাজেট উপস্থাপন করেন সংস্থার সদস্য সচিব ও নির্বাহী পরিচালক জনাব রিয়াজ আহম্মেদ।

বাজেটটি পর্যালোচনা পূর্বক উক্ত সাধারণ সভায় তা সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। ২০১৫-২০১৭ অর্থাৎ পরবর্তী দুই বছরের জন্য সেবা'র কার্যনির্বাহী পরিষদ নির্বাচনের প্রস্তাব করেন সংস্থার সদস্য সচিব ও নির্বাহী পরিচালক। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একটি নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়। উক্ত নির্বাচন কমিশন সুষ্ঠুভাবে কর্মসম্পাদন করেন এবং প্রধান নির্বাচন কমিশনার জনাব এ্যাডভোকেট আব্দুস ছবুর সেবা'র ২০১৫-২০১৭ সনের জন্য ০৭ সদস্য বিশিষ্ট কার্যনির্বাহী পরিষদের নাম ঘোষণা করেন।

বার্ষিক সাধারণ সভা-২০১৫ এর একাংশ

কর্মশালা ঃ

সেবা তার কর্ম এলাকা গুলোতে সদস্যদের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন ইস্যু ভিত্তিক কর্মশালার আয়োজন করে থাকে। উক্ত কর্মশালায় সমাজের পশ্চাৎপদতার কারণ চিহ্নিত করে তার উপর আলোচনা করা হয় যেমন; স্বাস্থ্য সচেতনতা, শিশুশ্রম নিরসনে সমাজের দায়িত্ব ও কর্তব্য, পরিবেশ উন্নয়ন/সংরক্ষণ, নারীর ক্ষমতায়ন ইত্যাদি। এই সকল কর্মশালা ও সেমিনারে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি, বে-সরকারি সংস্থা সমূহের প্রতিনিধি, অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি, স্থানীয় প্রশাসন ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করে কর্মশালা ও সেমিনারকে প্রাণবন্ত ও ফলপ্রসূ করে তোলেন। এছাড়াও কর্মীদের উন্নয়নের জন্য মাঝে মাঝে অভিজ্ঞতা বিনিময় সভা, মত বিনিময় সভা ও সমিতির গুণগতমান উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ে কর্মশালা করা হয়ে থাকে।

MRA আয়োজিত সভা ও প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহণ ঃ

আসপাডা ট্রেনিং একাডেমি ময়মনসিংহে ১৪ জুন ২০১৫ মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অর্থরিটি (এমআরএ) কর্তৃক আয়োজিত এমএফআই এর প্রতিনিধি ও ব্যাংককারদের সাথে মতবিনিময় সভা ও প্রশিক্ষণ কর্মশালায় সেবা সংস্থার পক্ষ থেকে নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ রিয়াজ আহম্মেদ ও সহকারী পরিচালক তাপস সরকার অংশগ্রহন করেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন এমআরএ এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান। এমএফআই ও ব্যাংককারদের পক্ষ থেকে ৫ জন করে প্রতিনিধি অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করেন।

আসপাডা ট্রেনিং একাডেমি ময়মনসিংহে MRA কর্তৃক আয়োজিত MFI-এর প্রতিনিধি ও ব্যাংককারদের সাথে মতবিনিময় কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন সেবা সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ রিয়াজ আহম্মেদ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন ঃ

২১শে ফেব্রুয়ারি যথাযোগ্য মর্যাদা ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে পালন করা হয়। আমরা সবসময় সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করি ৫২'র ভাষা আন্দোলনের বীর সৈনিকদের, যাঁদের আত্মত্যাগে একুশে ফেব্রুয়ারি। স্বাধীনতা, মুক্তি, সাম্য ও গণতন্ত্রের চেতনা ও আদর্শে উজ্জীবিত সেবা সংস্থার পক্ষ থেকে গোটা জাতির সংগে একাত্ম হয়ে ২১শে ফেব্রুয়ারি রাত ১২.০১ মিনিটে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুস্পস্তবক অর্পণের মধ্যে দিয়ে শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করা হয়। এছাড়াও প্রতি বছর সেবা সংস্থা বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদ্‌যাপনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে থাকে।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৫ উদ্‌যাপন উপলক্ষে সেবা'র র‍্যালি

বন্যা কবলিত এলাকায় সেবা'র ত্রাণ বিতরণ ও বিনামুল্যে মেডিকেল ক্যাম্পিং ঃ

সোসিও ইকোনমিক ব্যাকিং এসোসিয়েশন (সেবা)'র কর্মএলাকা টাঙ্গাইল জেলার ভূয়াপুর, মির্জাপুর, নাগরপুর ও বাসাইল উপজেলায় এবং মানিকগঞ্জ জেলার দৌলতপুর উপজেলায় সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ সদস্যদের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়। এতে সেবা'র উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধি উপস্থিত থেকে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেন। গত ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ সোসিও ইকোনমিক ব্যাকিং এসোসিয়েশন সেবা'র কর্মএলাকা টাঙ্গাইল সদর উপজেলার দাইন্যা ইউনিয়নের বাইমাইল সরকারি প্রাইমারি বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থদের বন্যা পরবর্তী স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে বিনামূল্যে মেডিক্যাল ক্যাম্পিং এর আয়োজন করা হয়। উক্ত ক্যাম্পিং-এ অভিজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা ১৫০ জন নারী, পুরুষ ও শিশুদের বিনামূল্যে চিকিৎসাপত্র ও ঔষধ বিতরণ করা হয়। এতে সেবা'র উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

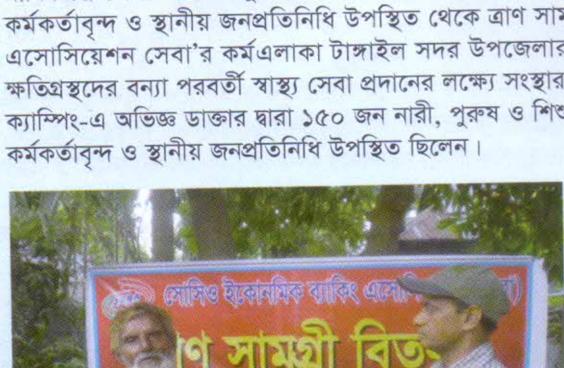

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ সদস্যদের মাঝে সেবা'র উদ্যোগে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণের চিত্র

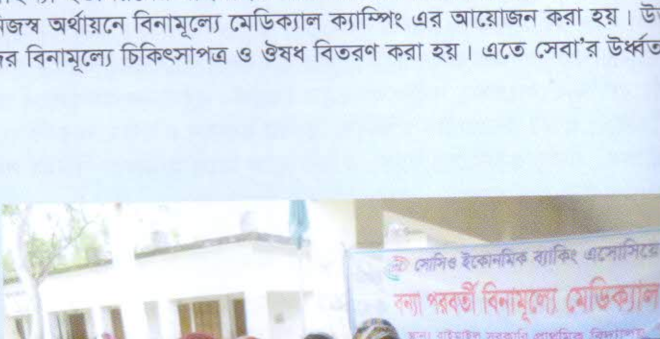

সেবা'র নিজস্ব অর্থায়নে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থদের জন্য বিনামূল্যে মেডিকেল ক্যাম্পিং এর চিত্র

আউটডোর সেমিনার ও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ঃ

সেবা প্রতি পাঁচ বছর অন্তর আউটডোর সেমিনারের মাধ্যমে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করে থাকে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় সংস্থার সাধারণ পরিষদ, কার্য-নির্বাহী পরিষদ, বোর্ড অব ডিরেক্টরস্ এর সদস্যবৃন্দ সহ সকল উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও শাখা পর্যায়ের ব্যবস্থাপকগণ উপস্থিত থাকেন। সংস্থার ভিশন, মিশন ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার জন্য প্রতি পাঁচ বছর অন্তর আউটডোর সেমিনারের মাধ্যমে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা উপস্থাপন করে থাকে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রতিষ্ঠানের দূরদর্শীতার বহি:প্রকাশ। পরবর্তী পাঁচ বছরে প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণ প্রক্রিয়া, কর্মসূচি বাস্তবায়ন, ফান্ড সংগ্রহ ইত্যাদি বিষয়গুলোর উপর ভিত্তি করে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা করা হয়ে থাকে। অতঃপর উক্ত পরিকল্পনাকে ৫ অর্থবছরে ভাগ করে প্রতি অর্থ বছরের জন্য একটি বাজেট প্রণয়ন করা হয়। এই বাজেট অনুসারেই সেবা'র সকল কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে।

স্টাডি ট্যুর ঃ

সেবা সংস্থা স্টাফদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির জন্য দেশে-বিদেশে বিভিন্ন স্টাডি ট্যুরের ব্যবস্থা করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় গত ৫-১১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত পরিচালক প্রশাসন মোঃ সাইদুর রহমান মল্লিক এবং পরিচালক অর্থ মোঃ মনিরুল হক মনির ৭ দিনের এক স্টাডি ট্যুরে ভিয়েতনাম সফর করেন। সফরকালে পরিচালকবৃন্দ ভিয়েতনামের দু'টি মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কর্মসূচি সম্পর্কে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন। তাদের স্টাডি ট্যুরে সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করেন ভিয়েতনামের Center for Education and Community Development (CECD) প্রতিষ্ঠান।

সেবা'র পরিচালক মোঃ সাইদুর রহমান মল্লিক ও মোঃ মনিরুল হক মনিরকে ভিয়েতনাম সফরে অন্যান্য অংশগ্রহণকারীদের সাথে ফটোসেশনে দেখা যাচ্ছে।

মূল্যায়ন ঃ

বাৎসরিক বাজেট মোতাবেক সেবা'র সকল কর্মকান্ড একটি সমন্বিত পরীবিক্ষণ নেটওয়ার্কের আওতায় রয়েছে। বাৎসরিক বাজেটকে মাসিক ও সাপ্তাহিক ভিত্তিতে ভাগ করে প্রতি মাসেই কাজের অগ্রগতির রিপোর্ট প্রধান কার্যালয়ে এসে থাকে এবং প্রধান কার্যালয়ের মাসিক সমন্বয় সভায় মাসিক ল্যমাত্রা ও অর্জনের অগ্রগতি পর্যালোচনা করে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এছাড়া ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক ও বাৎসরিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জন থেকে সংখ্যাগত রিপোর্টের ভিত্তিতে বছর শেষে নির্দিষ্ট ফরমে সকল স্টাফের মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে এবং সে মোতাবেক পদোন্নতি, পদাবনতি, ইনক্রিমেন্ট প্লাস/মাইনাস করা হয়ে থাকে।

বিএনএফ'র চেয়ারম্যান এ.এফ.এম ইয়াহিয়া চৌধুরী কর্তৃক সেবা'র বৃক্ষরোপণ অভিযান-২০১৪ উদ্বোধন ঃ

সোসিও ইকোনমিক ব্যাকিং এসোসিয়েশন (সেবা) এর সার্বিক ব্যবস্থাপনায় শিবনাথ উচ্চ বিদ্যালয় টাঙ্গাইলে বৃক্ষরোপণ অভিযান-২০১৪ এর উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-বিএনএফ এর চেয়ারম্যান, জনাব এ এফ এম ইয়াহিয়া চৌধুরী, উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) জনাব মোঃ শাহরীয়া পারভেজ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন জনাব আবুল কালাম মোস্তফা লাবু, প্রতিনিধি এফএনবি টাঙ্গাইল। জনাব মোঃ রিয়াজ আহম্মেদ লিটন, নির্বাহী পরিচালক, সেবা। সহকারী প্রধান শিক্ষক, শিবনাথ উচ্চ বিদ্যালয় এবং সেবা'র বোর্ড অব ডিরেক্টরস্ এর সদস্যবৃন্দ। উদ্বোধন শেষে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-বিএনএফ এর চেয়ারম্যান জনাব এ এফ এম ইয়াহিয়া চৌধুরী ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) জনাব মোঃ শাহরীয়া পারভেজ সেবা সংস্থার প্রধান কার্যালয় ও এর বিভিন্ন বিভাগ পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন শেষে অতিথিদ্বয় সেবা'র বিভিন্ন কার্যক্রমে সন্তোষ প্রকাশ করে সংস্থার সাফল্য কামনা করেন। উল্লেখ্য এবারের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির মাধ্যমে সেবা সংস্থার প্রায় ৬০ হাজার উপকারভোগী পরিবারের মাধ্যমে বৃক্ষেরোপণকরার অভিপ্রায় ব্যক্ত করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও উপকারভোগী পরিবারের মাঝে বৃক্ষেরোপণ পরিচালনার পদক্ষেপ অব্যাহত থাকবে।

সেবা সংস্থার ব্যবস্থাপনায় টাঙ্গাইলে বৃক্ষেরোপণ অভিযান-২০১৪ এর উদ্বোধন করেন বিএনএফ এর চেয়ারম্যান, জনাব এ এফ এম ইয়াহিয়া চৌধুরী, পাশে হাস্যোজ্জল সেবা সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মোঃ রিয়াজ আহম্মেদ লিটন

বৃক্ষরোপণ অভিযান-২০১৪ এর উদ্বোধন করেন বিএনএফ এর চেয়ারম্যান সহ সেবা সংস্থার পরিচালক ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

সেবা সংস্থায় বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের মাননীয় ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব চন্দ্রনাথ বসাক এঁর আগমন ঃ

গত ২৭ জুন ২০১৫ তারিখ শনিবার বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন (বিএনএফ) এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব চন্দ্রনাথ বসাক সেবা সংস্থায় আগমন করেন। তিনি টাঙ্গাইল জেলার বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর সকল সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানগণের সাথে এক মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সেবা সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মোঃ রিয়াজ আহম্মেদ লিটন, অনুষ্ঠানে টাঙ্গাইল জেলার বিএনএফ-এর সকল সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন। মত বিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন যৌথ উদ্যোগ'র নির্বাহী পরিচালক জনাব আবুল কালাম মোস্তাফা লাবু সহ অন্যান্য এনজিও'র প্রধানগণ। এছাড়াও এ অনুষ্ঠানে সেবা সংস্থার পরিচালকবৃন্দ সহ অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন BNF-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব চন্দ্রনাথ বসাক

সমাজসেবা অধিদপ্তর ঢাকা থেকে আগত পরিচালক কার্যক্রম জনাব মো: আইয়ুব হোসেন সেবা সংস্থা পরিদর্শনে এসে বার্ষিক প্রতিবেদন অবলোকন করছেন। পাশে উপবিষ্ট জনাব মোঃ মাজহারুল ইসলাম, উপ-পরিচালক, সমাজসেবা টাঙ্গাইল ও জনাব মোঃ ফখরুল আলম, সমাজসেবা অফিসার (রেজিষ্ট্রেশন), ঢাকা।

সেবা সংস্থা'র উদ্যোগে টাঙ্গাইলে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন (BNF) দিবস উদযাপন ঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২ ডিসেম্বর ২০০৪ খ্রিঃ জারীকৃত রেজুলিউশনের মাধ্যমে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন (বিএনএফ) প্রতিষ্ঠা করেছে এবং প্রতিবছর ২ ডিসেম্বর 'বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন দিবস' পালন করা হয়। সোসিও ইকোনমিক ব্যাকিং এসোসিয়েশন (সেবা) টাঙ্গাইল এর উদ্যোগে ২ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে সংস্থার প্রধান কার্যালয়ের সভা কক্ষে টাঙ্গাইল জেলার বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর ১৯টি সহযোগী সংস্থার সমন্বয়ে এক আলোচনা সভা, র‍্যালী ও কেক কাটা কর্মসূচি পালন করে। কেক কাটার পর বর্ণাঢ্য র‍্যালীটি শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করার পর সেবা'র প্রধান কার্যালয়ে একত্রিত হয়ে সেখানে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সেবা'র নির্বাহী পরিচালক মোঃ রিয়াজ আহম্মেদ লিটন, উপস্থিত এনজিও প্রধানদের মধ্য থেকে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন যৌথ উদ্যোগ'র নির্বাহী পরিচালক এবং ফেডারেশন অব এনজিওস ইন বাংলাদেশ, টাঙ্গাইল জেলা সেক্রেটারী মোঃ আবুল কালাম মোস্তফা লাবু সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। উক্ত অনুষ্ঠানে ১৯টি সহযোগী সংস্থার নির্বাহী পরিচালক সহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও এ অনুষ্ঠানে সেবা সংস্থার পরিচালকবৃন্দ সহ অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও সদস্যরা অংশগ্রহণ করেন।

BNF দিবস উপলক্ষে কেক কাটছেন সেবা'র নির্বাহী পরিচালক মোঃ রিয়াজ আহম্মেদ ও FNB টাঙ্গাইল জেলা সেক্রেটারী মোঃ আবুল কালাম মোস্তফা লাবু এবং অন্যান্য এনজিও'র প্রধানগণ।

BNF দিবস উপলক্ষে র‍্যালীতে অংশগ্রহণ করেছেন সেবা'র নির্বাহী পরিচালক মোঃ রিয়াজ আহম্মেদ, ফেডারেশন অব এনজিওস ইন বাংলাদেশ, টাঙ্গাইল জেলা সেক্রেটারী মোঃ আবুল কালাম মোস্তফা লাবু এবং অন্যান এনজিও'র প্রধানগণ।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ঃ

দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক মুক্তি, সামাজিক নিরাপত্তা, শিক্ষা, পুষ্টিমান, পরিবেশ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতের মাধ্যমেই সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব। কাজেই সমাজ থেকে দারিদ্র দূরীকরণ তথা উন্নয়ন ধারাকে টেকসই করার জন্য সেবা' পরিবেশ সংরক্ষণ, স্বাস্থ্য সচেতনতা, দুঃস্থ্য মহিলা উন্নয়ন, প্রতিবন্ধী উন্নয়ন, সামগ্রিক কৃষি উন্নয়ন, গৃহহীনদের জন্য গৃহায়ণ, ক্ষুদ্রঋণ, উদ্দ্যোগী ঋণ, মৌসুমি ঋণ, বিশেষ করে কৃষির উন্নয়ন সহ গণসচেতনতামূলক কর্মসূচিসহ বহুমূখী কার্যক্রম পরিচালনা করার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। এজন্য সেবা দাতা সংস্থা সহ সংগঠনের সকল স্তরের কর্মকর্তা, কর্মী এবং শুভানুধ্যায়ীদের সার্বিক সহযোগিতা সব সময় কামনা করে।

Independent Auditors' Report

We have audited the accompanying financial statements of **Socio Economic Backing Association (SEBA)**, Biswas Betka, Mymenshingh Road,, Tangail, which comprise of the Statement of Financial Position as on June 30, 2015 and Statement of Comprehensive Income, Statement of Receipts and Payments Statements of Cash flow and Statement of Changes in Equity for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the Financial Statements

Executive Committee is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Bangladesh Financial Reporting Standards, and for such internal control as Executive Committee determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are fee from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

Out responsibility is to express an independent opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Bangladesh Standards on Auditing (BSA). Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about weather the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatements of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion:

In our opinion, the financial statements present fairly, in all material respect, the financial position of **Socio Economic Backing Association (SEBA),** Biswas Betka, Mymenshingh Road, Tangail, as at June 30, 2015 and its financial performance for the year then ended in accordance with Bangladesh Financial Reporting Standards and other applicable laws and regulations.

We also report that:

(a) we have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit and made due verification thereof;

(b) In our opinion, proper books of accounts as required by law have been kept by the Organization so far as it appeared from our examination of those books.

(c) The Organization's Statement of Financial Position, Statement of Comprehensive Income, Statement of cash Flow and Statement of Changes in Equity dealt with by the report are in agreement with the books of accounts.

MOHAMMAD ATA KARIM & CO. ★ CHARTERED ACCOUNTANTS ★ DHAKA

Mohammad Ata Karim & Co.
Chartered Accountants

SOCIO ECONOMIC BACKING ASSOCIATION (SEBA)
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS AT JUNE 30, 2015

Particulars	Notes	Amount (TK.) 30-Jun-15	Amount (TK.) 30-Jun-14
Property & Assets			
A. Fixed Assets :	6.00	8,598,808	8,637,542
B. Current Assets :		824,088,247	559,602,402
Loan Account	7.00	761,232,765	501,314,954
House Loan - Grihayan	8.00	3,352,686	3,076,599
Staff Loan	9.00	1,432,393	1,495,633
Motor Cycle Loan	10.00	757,896	682,375
House Loan	11.00	3,253,300	2,337,800
Sundry Debtors	12.00	384,435	384,435
Security office Rent	13.00	84,500	84,500
Bi-Cycle Loan	14.00	110,638	158,901
Advance Office Rent	15.00	1,036,750	498,000
Investment on Fixed deposit	16.00	52,442,884	49,569,205
Closing Balance :	17.00	7,574,750	17,241,628
Cash in hand		1,632	811
Cash at Bank		7,573,118	17,240,817
Total Assets : (A+B)		840,261,805	585,481,572
C. Current Liabilities :		493,573,147	354,909,169
Member Savings	18.00	383,611,349	277,240,073
Short term Loan	19.00	57,751,000	41,592,045
Loan Loss Provision	20.00	11,156,769	7,993,895
Provident fund	21.00	5,681,514	3,662,333
Staff life insurance fund	22.00	3,297,063	2,127,590
Staff Life Risk fund	23.00	1,005,679	995,631
Other Deposit	24.00	21,661	21,661
Members Loan Insurance fund	25.00	24,790,003	16,754,729
Staff Welfare Fund	26.00	686,721	583,175
Retirement Fund	27.00	30,157	53,978
Staff Earned Leave	28.00	723,891	561,234
Staff Security	29.00	2,928,200	1,952,200
Gratuity	30.00	1,702,801	1,316,625
Sundry Accounts	31.00	186,339	54,000
Capital Reserve	32.00	-	-

MOHAMMAD ATA KARIM & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS DHAKA

D. Long Term Liabilities		193,591,935	127,658,596
Bank Loan (Pubali Bank Ltd.)	33.00	-	-
Bank Loan (Sonali Bank Ltd.)	34.00	-	-
Bank Loan (NCC Bank Ltd.)	35.00	15,831,906	12,598,604
Bank Loan (Mutual Trust Bank Ltd.)	36.00	139,537,392	101,040,423
Bank Loan (Bangladesh bank)	37.00	3,793,889	3,458,333
Bank Loan (South East bank)	38.00	34,428,748	10,561,236
E. Net Worth		687,165,082	482,567,765
Accumulated Surplus	39.00	153,096,723	102,913,807
Total Liabilities & Net Worth (C+D+E)		840,261,805	585,481,572
		-	(0.09)

Annexed notes from 1.00 to 39.00 form an integral part of the financial statements.

Executive Director

Chief Finance Director

Signed in terms of our separate report of even date annexed

Date:

MOHAMMAD ATA KARIM & CO. DHAKA CHARTERED ACCOUNTANTS

Chartered Accountants

MAKC

SOCIO ECONOMIC BACKING ASSOCIATION (SEBA)
STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED JUNE 30, 2015

	Particulars	Amount (TK.) 2014-2015	Amount (TK.) 2013-2014
A	INCOME:	178,469,084.54	115,949,027
	Service charge	167,625,656	109,591,836
	Loan Application fee	934,760	569,155
	Staff loan service charge	199,133	116,344
	Hose loan service charge-Grihayon	162,239	96,038
	Members Admission fee	1,020,440	583,600
	Miscellaneous Income	346,376	141,998
	Fine Received	252,824	232,096
	Loan Card Sale	462,000	376,875
	Pass Book sales	798,325	18,819
	Account charge	534,447	337,898
	Account charge (non-cash)	215,517	144,189
	Savings withdrawn form sales	287,700	162,211
	FDR Interest(Non-cash)	3,226,928	1,612,916
	FDR Interest	462,356	297,277
	Bank Interest	227,514	179,759
	Interest On Motor Cycle Loan	19,753	14,973
	Interest On Bi-Cycle Loan	8,190	10,968
	House Rent	654,532	509,265
	Grant Received-Donation-VGD	1,024,395	946,810
	General Members Subscription	6,000	6,000
B	EXPENSES:		
		44,589,663	23,741,001
	Interest paid on savings (Cash)	3,282,884	1,868,816
	Interest paid on savings (Non Cash)	11,679,304	8,785,775
	Interest Paid On Provident Fund (Non Cash)	179,169	137,182
	Interest paid on retirement Fund	-	-
	FDR Charge (Non cash)	304,989	184,214
	Interest paid on DBS-H/O	15,750	-
	Interest Paid on SLIF& LRF Fund	240,096	121,066
	Interest Imposed on Bank Loan - (SEBL)	2,751,127	1,684,258
	Interest Imposed on Bank Loan - (MTB)	16,008,529	2,451,702

MOHAMMAD ATA KARIM & CO. DHAKA CHARTERED ACCOUNTANTS

Interest Imposed on Bank Loan - (NCC)	1,971,763	2,056,937
Bank Charge (With F.D.R)	468,946	263,801
Interest Imposed on Bank Loan (Pubali)	-	109,714
Interest Imposed on Bank Loan (Sonali)	-	-
Graduity	664,127	573,757
Interest paid on Short term Loan	5,366,119	4,517,562
Loss on Fixed Assets	-	-
Earned Leave	305,687	246,274
Provident Fund	1,351,173	739,943
OPERATING EXPENDITURE:	80,116,800	67,902,041
Staff Salary	59,128,458	49,050,742
House Rent Allowance	336,000	672,000
Bonus to Staff	4,474,466	4,026,519
Conveyance	335,712	243,056
Entertainment	871,901	805,449
Repairs	725,620	772,912
Electric Expenses	67,122	49,107
Printing	1,012,009	792,260
Stationery	390,275	299,573
Tele & Mobile Bill	586,244	514,798
Electric bill	441,219	399,538
Office Rent	3,508,150	2,677,500
Daily Allowance	310,075	324,638
Meeting Expenses	181,699	129,775
Donation	315,109	337,462
Determination Allowance	969,567	1,009,921
Miscellaneous Expenses	42,100	40,235
Fuel Cost	1,391,089	1,252,687
News paper	74,935	51,378
Depereciation	1,125,630	1,186,670
Remission of Service charge	547,971	282,996
Distervence Allowance	-	20,000
P.P. Expenses	15,000	10,000
Registration & Others Fee	502,045	499,067

MOHAMMAD ATA KARIM & CO. DHAKA CHARTERED ACCOUNTANTS

Wages	15,643	26,430
Medical Campaign	12,950	7,758
Advertisement	18,606	10,000
Work-aid	246,038	167,484
Postage	15,841	41,455
Training Cost	119,986	65,921
Audit Fee	35,000	35,000
Cultural programme	62,610	59,910
Crockerys	39,260	29,338
Annual Conference	357,400	526,930
Bank Charge-NCC	-	-
Honorarium to Committee	34,000	36,000
Garnt Transfer-Donation-VGD	1,024,395	949,851
FDR Charge	109,616	43,777
Bank Interest (Grihayan. B Bank)	103,303	62,010
Fine Received non cash rectify entry	1,742	-
Casual Leave	205,058	41,894
Educational Tour	362,956	350,000
Sub Total:	124,706,463	91,643,042
Operating surplus from operation	53,762,622	24,305,985
Loan loss Provision	3,488,354	3,705,813
Net operating surplus from operation	50,274,268	20,600,172
Total :	178,469,084.54	115,949,027

Annexed notes from 1.00 to 39.00 form an integral part of the financial statements.

Executive Director

Chief Finance Director

Signed in terms of our separate report of even date annexed

Date:

MOHAMMAD ATA KARIM & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS DHAKA

Chartered Accountants

SOCIO ECONOMIC BACKING ASSOCIATION (SEBA)
STATEMENT OF RECEIPTS & PAYMENTS
FOR THE YEAR ENDED JUNE 30, 2015

MAKC

Particulars	Amount (TK.) 2014-2015	Amount (TK.) 2013-2014
A. Opening Balance	17,241,628	7,474,823
Cash in hand	811	1,179
Cash at Bank	17,240,817	7,473,644
B. Revenue Receipts	175,026,640	114,191,922
Service charge	167,625,656	109,591,836
House loan service charge-Grihayan	162,239	96,038
Staff Loan Service Charge	199,133	116,344
Loan Application Fee	934,760	569,155
Members Admission Fee	1,020,440	583,600
Fine Received	252,824	232,096
Pass Book sales	798,325	18,819
Loan Card Sale	462,000	376,875
General Members Subscription	6,000	6,000
Savings withdrawn form sales	287,700	162,211
Miscellaneous Income	346,376	141,998
Interest on Motor Cycle Loan	19,753	14,973
Interest on Bi-Cycle Loan	8,190	10,968
Bank Interest	227,514	179,759
FDR Interest	462,356	297,277
House Rent Received	654,532	509,265
Grant received from VGD (Donation)	1,024,395	946,810
Account charge	534,447	337,898
C. Other Receipts:	1,778,244,604	1,259,435,175
Loan Realisation (Principal)	1,213,662,897	811,514,856
House loan realisation (principal)-Grihayan	1,071,413	632,092
Staff Loan Realisation (Principal)	1,993,740	1,179,092
Savings Collection	260,760,682	195,207,274
DBS Head office	1,400,000	170,000
Provident Fund	2,958,596	2,017,857
Advanced Salary Received		-
Bi-Cycle Loan Installment	114,263	137,553

MOHAMMAD ATA KARIM & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS DHAKA

Short term Loan	70,916,870	67,641,045
Members Loan Insurance	10,413,875	6,980,170
3% Retirement Fund	-	-
Staff life insurance Fund	1,506,472	1,326,621
Staff Welfare Fund	150,808	133,847
Bank loan-Bangladesh bank-Grihayon	1,350,000	1,300,000
Bank Loan Received (South east Bank Ltd.)	45,000,000	20,000,000
Bank Loan Received (MTB Ltd.)	50,000,000	100,000,000
Bank Loan Received (NCC Bank Ltd.)	50,000,000	20,000,000
Fixed deposit Withdrawn Sonali Bank Ltd.	-	995,684
Fixed deposit Withdrawn MTB Ltd.	-	5,090,300
Fixed deposit Withdrawn Premier Bank Ltd.	-	1,000,000
Fixed deposit Mid land Zerabo, Dhaka.	10,000,000	
Fixed deposit Withdrawn South east bank Ltd.	25,491,260	5,100,926
Fixed deposit Withdrawn NCC Bank Ltd.	14,557,000	-
Fixed deposit Withdrawn Pubali Bank Ltd.	-	4,000,000
FDR Withdrawn MTB Ltd.Tangail Bra.	-	1,000,000
Sundry Accounts	13,793,499	11,813,948
Advanced Office Rent Received	415,250	358,700
Computer Sale	-	3,500
House Loan Installment	584,500	574,500
Motor Cycle Loan Installment	399,479	491,210
Staff Security	1,704,000	766,000
D. Total Receipts (B+C) :	1,953,271,244	1,373,627,097
Grand Toral (A+D) :	1,970,512,872	1,381,101,920
E. Payments :		
	1,872,376,927	1,288,920,104
Loan Disbursement	1,473,746,000	940,555,000
House Loan Disbursement-Grihayan	1,350,000	2,595,000
Staff Loan Disbursement	1,930,500	1,302,000
Savings Return	166,376,752	145,181,945
DBH Head office	800,000	-
Graduity Withdrawn	277,951	181,784
Provident Fund Withdrawn	1,118,584	1,616,569

MOHAMMAD ATA KARIM & CO. DHAKA CHARTERED ACCOUNTANTS

Staff life insurance fund	457,047	395,046
Staff Life Risk Fund	110,000	64,902
Sundry Accounts	13,662,905	11,771,278
Staff Security Withdrawn	728,000	847,000
Reserve Fund Withdrawn(LLP)	325,480	187,735
Fixed Deposit NCC Bank Ltd.	10,000,000	10,000,000
F.D.R. Deposit Southeast Bank Ltd.	20,000,000	18,000,000
F.D.R. Deposit MTB Ltd.Dhanbari Branch	10,000,000	20,000,000
F.D.R. Deposit Midland, Zerabo Branch, Dhaka	10,000,000	-
F.D.R. Deposit MTB Ltd.Tangail Branch	-	1,000,000
F.D.R. Deposit PubaliBank Ltd.	-	4,000,000
F.D.R. Deposit Premier Bank Ltd.	-	1,000,000
Retirement Fund Withdrawn	23,821	11,569
Staff Welfare Fund Withdrawn	47,262	81,488
Bank Loan Installment (Pubali Bank Ltd.)	-	1,481,480
Bank Loan Installment (NCC Bank Ltd.)	48,738,461	30,000,000
Bank Loan Installment (MTB Ltd.)	27,511,560	12,665,936
Bank Loan Installment (South east bank Ltd.)	23,883,614	13,735,522
Bank Loan Installment (Grihayan. B Bank)	1,014,444	431,667
Member Loan Insurance Withdrawn	2,378,601	1,629,066
Earned Leave Withdrawn	143,030	107,617
House Loan Disbursement	1,500,000	1,500,000
Motor Cycle Loan	475,000	435,000
Security Office Rent	-	10,000
Advance Salary	-	-
Advance Office Rent	954,000	405,000
By -Cycle Loan	66,000	149,000
Return to Short term loan	54,757,915	67,578,500

F. Revenue Expenditure	89,474,300	74,105,493
Staff Salary	59,128,458	49,050,742
Conveyance	335,712	243,056
Entertainment	871,901	805,449
Repairs	725,620	772,912
Electric Expenses	67,122	49,107
Printing	1,012,009	792,260

MOHAMMAD ATA KARIM & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS DHAKA

Stationery	390,275	299,573
Daily Allowance	310,075	324,638
Meeting Expenses	181,699	129,775
Tele & Mobile bill	586,244	514,798
Electric bill	441,219	399,538
Office Rent	3,508,150	2,677,500
Provident Fund	1,351,173	739,943
Donation	315,109	337,462
Determination Allowance	969,567	1,009,921
Work-aid	246,038	167,484
Miscellaneous Expenses	42,100	40,235
Remission of Service charge	547,971	282,996
Fuel Cost	1,391,089	1,252,687
News paper	74,935	51,378
Registration & others Fee	502,045	499,067
Interest paid on Savings	3,282,884	1,868,816
Interest paid on DBS-H/O	15,750	
Wages	15,643	26,430
Bank Charge (NCC Bank)	-	-
Bank Interest (Sonali Bank Ltd.)	-	-
Bank Interest (Grihayan. B Bank)	103,303	62,010
Garnt Transfer-Donation-VGD	1,024,395	949,851
Bank Interest (MTB Ltd.)	-	-
FDR Charge	109,616	43,777
Interest on Short term Loan	5,366,119	4,517,562
Medical Campaign	12,950	7,758
Bank charge (With F.D.R)	468,946	263,801
Annual Conference	357,400	526,930
Bonus to Staff	4,474,466	4,026,519
Advertisement	18,606	10,000
Destervance Allowance	-	20,000
P.P Expenses	15,000	10,000
Postage	15,841	41,455
House Rent Allowance	336,000	672,000
Training Cost	119,986	65,921

MOHAMMAD ATA KARIM & CO. DHAKA CHARTERED ACCOUNTANTS

MAKC

	Crockerys	39,260	29,338
	Audit fee	35,000	35,000
	Honorarium to Committee	34,000	36,000
	Cultural programme	62,610	59,910
	Casual Leave	205,058	41,894
	Educational Tour	362,956	350,000
G.	Capital Expenditure	1,086,896	834,696
	Purchases Furniture & Fixture	631,135	232,240
	Tele. & Mobile	48,250	103,750
	Electronics Goods	37,925	44,050
	Genarator Purchases	-	-
	Photocopier	-	90,000
	Air-Condition Purchases	175,800	226,056
	Tin-Shade Building	-	-
	Bi-cycle Purchase	-	8,400
	Projector Purchases	-	-
	Computer	162,586	130,200
	Internal Power Supply	31,200	-
H.	Total Payments (E+F+G) :	1,962,938,123	1,363,860,292
I.	Closing Balance	7,574,750	17,241,628
	Cash in Hand	1,632	811
	Cash at Bank	7,573,118	17,240,817
J.	Total (H+I) :	1,970,512,872	1,381,101,920.27

Annexed notes from 1.00 to 39.00 form an integral part of the financial statements.

Executive Director

Chief Finance Director

Signed in terms of our separate report of even date annexed.

Date:

MOHAMMAD ATA KARIM & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS DHAKA

Chartered Accountants

উপসংহার ঃ

দারিদ্র্য বিমোচন তথা দরিদ্র জনগোষ্ঠির আর্থসামাজিক অবস্থার টেকসই উন্নয়নের ব্রত নিয়ে "সেবা" প্রায় দেড় যুগ ধরে নিরলসভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।"সেবা" মনে করে, অভীষ্ট জনগোষ্ঠির সামগ্রিক অবস্থার উন্নয়ন করতে হলে তাদের সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কর্মমূখী করে তুলতে হবে। এক্ষেত্রে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ রাজনৈতিক অস্থিরতা জাতীয় জীবনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। আর এতে দরিদ্র জনগোষ্ঠি সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। কাজেই সামগ্রিক স্থিতিশীল উন্নয়নের জন্য সামাজিক শৃংখলা ও নাগরিক নিরাপত্তা সকলেরই কাম্য। সেবা মনে করে, সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিক সহযোগিতা পেলে উন্নয়ন ধারা আরও তরান্বিত হবে।

নির্মাণাধীন সেবা টাওয়ার

সোসিও ইকোনমিক ব্যাকিং এসোসিয়েশন (সেবা)
বিশ্বাস বেতকা, ময়মনসিংহ রোড, টাঙ্গাইল, বাংলাদেশ।
ফোন ঃ ০০৮৮-০৯২১-৫১৬০২, ৬২৯৮৮
ই-মেইল ঃ seba.tangail@yahoo.com
ওয়েব সাইট ঃ www.seba-bd.com